অবশেষে যুদ্ধবিরতি আলোচনা শুরু করতে চায় দখলদার ইসরায়েল

সারে-জমিন

প্রোমোটারদের দখলে বিদ্যালয়ে যাওয়ার রাস্তা

রূপসী বাংলা

ভিক্ষাবৃত্তি: স্ফুরিত দয়া ও নিষ্ক্রিয় দায়

সম্পাদকীয়

রায়দিঘি জেটি ঘাটের পাশে আবর্জনার স্তূপ দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে

সাধারণ

শিরোপা উদ্‌যাপনে বুমরাকে আলাদা করে বাহবা দিলেন কোহলি

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
৬ জুলাই, ২০২৪
২২ আষাঢ় ১৪৩১
২৯ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 181 ■ Daily APONZONE ■ 6 July 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

দুই বিধায়কের শপথ ‘সংবিধান লঙ্ঘন’ করেছে: রাজ্যপাল

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বসু শুক্রবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে চিঠি লিখে বিধানসভার অধ্যক্ষ তৃণমূলের নবনির্বাচিত দুই বিধায়ককে শপথবাক্য পাঠ করানোকে ‘সংবিধানের লঙ্ঘন’ বলে বর্ণনা করেছেন।

স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ডেপুটি স্পিকারের পরিবর্তে তৃণমূলের দুই বিধায়ককে শপথ বাক্য পাঠ করানোর পরেই তিনি রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখেছিলেন।

রাজ্যপাল স্পিকারের সাংবিধানিক ত্রুটি নিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে চিঠি দিয়েছেন। রাজ্যপাল তাঁর চিঠিতে আরও জোর দিয়ে বলেছেন যে রাজ্য বিধানসভায় বাংলার স্পিকার দুই বিধায়ককে শপথবাক্য পাঠ করানো সংবিধান লঙ্ঘন করেছে।

রাজভবন ও বিধানসভার মধ্যে এক মাস ধরে চলা অচলাবস্থার পর মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা থেকে তৃণমূলের দুই বিধায়ক রায়াত হোসেন সরকার এবং কলকাতার উত্তর উপকণ্ঠে বরানগরের সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে শপথ নেন।

সংবিধানের ১৮৮ অনুচ্ছেদের উল্লেখ করে সুভাষচন্দ্র বলেন, ‘স্পিকার কিছু নিয়মের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কোনো শাসন কি সংবিধানের ঊর্ধ্বে হতে পারে? এটি প্রাথমিক জ্ঞান যে সংবিধান কোনও নিয়মকে অগ্রাহ্য করে”।

অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে “কোনও রাজ্যের বিধানসভা বা বিধান পরিষদের প্রত্যেক সদস্য, তার আসন গ্রহণের আগে, রাজ্যপাল বা তার দ্বারা নিযুক্ত কোনও ব্যক্তির সামনে তৃতীয় তফসিলের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফর্ম অনুসারে শপথ বা অনুমোদন করতে হবে। রাজ্যপাল নবনির্বাচিত দুই বিধায়ককে শপথবাক্য পাঠ করানোর জন্য ডেপুটি স্পিকার নিয়োগ করা সত্ত্বেও এই সাংবিধানিক লঙ্ঘন ঘটেছে।

টেট দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টের কড়া মনোভাব

টেট ২০১৪-র আসল ওএমআর শিট উদ্ধারের নির্দেশ সিবিআইকে

আপনজন ডেস্ক: শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্ট সিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছে, ২০১৪ সালের টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্টের (টেট) স্ক্যান করা ওএমআর শিট যেখানে মজুত ছিল, সেগুলি খুঁজে বের করতে হবে।

মেসার্স এস বসু রায় অ্যান্ড কোং-এর বিদ্যমান সার্ভার, হার্ড ডিস্ক এবং টেট পরীক্ষার জন্য কিছু কাজ করা কম্পিউটার আউটসোর্স করা হয়েছিল কিনা তা নির্ধারণের জন্য এনআইসি, উইপ্রো, টিসিএস, ইনফোসিস ইত্যাদির মতো বিশেষজ্ঞ সরকারী বা বেসরকারি সংস্থার সহায়তা নেওয়ার জন্য আদালত সিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছে।

গত মঙ্গলবার প্রাথমিকের নিয়োগে ওএমআর শিট সংক্রান্ত মামলায় সিবিআইয়ের কাছে অরিজিনাল সার্ভার বা হার্ড ডিস্কের তথ্য চেয়েছিল হাই কোর্ট। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ওএমআর শিট স্ক্যান করে কোথায়, কোন হার্ড ডিস্কে রাখা হয়েছিল, শুক্রবার আদালতের কাছে সেই বিষয়ে তথ্য জমা দিতে হবে সিবিআইকে। কিন্তু শুক্রবার সিবিআইয়ের তরফে জানানো হয়, তারা ওই তথ্য জমা দিতে পারছে না।

টেট ২০১৪-তে অনিয়মের অভিযোগে র শুনানিতে এদিন কলকাতা হাইকোর্টের

বিচারপতি রাজশেখর মান্থা সিবিআইকে নির্দেশ দেন, স্ক্যান করা ওএমআর শিট যেখানে মজুত করা হয়েছিল, সেখানে আসল/ধ্বংস হয়ে যাওয়া সার্ভার/ডিস্ক/মাধ্যমের অবস্থান খুঁজে বের করতে হবে। আদালত বলেছে যে মেসার্স এস বসু রায় অ্যান্ড কোংয়ের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি ডব্লিউবিবিপিই-র যে কোনও কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে আরও জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এটি অর্জন করা যেতে পারে।

আদালত অতিরিক্ত প্রশ্নের সমাধান করার জন্য সফ্টওয়্যার এবং আইটি বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে, সিবিআইকে এনআইসি, উইপ্রো, টিসিএস, ইনফোসিস ইত্যাদির মতো সংস্থাগুলিকে ওএমআর শিট সম্পর্কিত ডিজিটাল পদচিহ্নের অস্তিত্ব সম্পর্কে উত্তর খুঁজে বের করার নির্দেশ দেয়।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, একবার ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট তৈরি হয়ে গেলে তা পুনরুদ্ধার করা যায়। আদালত আদেশ দিয়েছে যে এই বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির দ্বারা ব্যয় করা ব্যয় সিবিআইয়ের দাবি অনুসারে ডাব্লুবিবিপিই বহন করবে।

বিচারপতি মান্থা আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে এই বিশেষজ্ঞদের সিবিআই এবং পরে আদালতকে জানাতে হবে যে ওএমআর শিট থেকে প্রাপ্ত মূল তথ্যে কোনও কারচুপি বা পরিবর্তন হয়েছে কিনা, এই জাতীয় পরিবর্তনের তারিখ এবং প্রকৃতির বিবরণ সহ।

আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে বিষয়টি ২৩ শে আগস্ট আবার শুনানর জন্য আসবে।

সিবিআই সূত্রে খবর, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট সংস্থা এস বসু রায় অ্যান্ড কোং-কে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত কাজ আউটসোর্স করে ডেটা প্রসেসিং এবং কম্পিউটার কনসালটেন্সির ভূমিকা নিয়েছিল।

সিবিআইয়ের উপর কলকাতা হাইকার্টের নির্দশ এবং ওএমআর শিট খুঁজে না পাওঁা প্রসঙ্গে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, সিবিআই তদন্ত করে রিপোর্ট দিয়েছে, ওএমআর শিটের ওরিজিনাল ডিস্ক নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আদালত জানতে চায়, এভাবে ডিস্ক নষ্ট করা যায় কি? নষ্ট করা গেলেও তথ্য উদ্ধার করা যায় কি না। আদালতের ধারণা, তথ্য উদ্ধার করা যায়। ডিজিটাল রেকর্ড এত সহজে ধ্বংস করা যায় না। সে ব্যাপারে সিবিআইকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে তাঁরা যে কোনও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।” প্রসঙ্গত ২০১৪ সালে প্রাথমিকে নিয়োগের পরীক্ষায় আসল ওএমআর শিট নষ্ট করা হয়েছে বলে হাইকোর্টে আগেই জানিয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তাদের বক্তব্য ছিল, আসল প্রতিলিপি নষ্ট করা হলেও পরিবর্তে তার ডিজিটাইজড তথ্য রয়েছে। পরীক্ষার্থীদের ওএমআর শিট বা উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানি নামের একটি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তারাই ওএমআর শিট স্ক্যান করেছে। এখন দেখার সিবিআই মূল ওএমআর শিটের সন্ধান পায় কিনা।

হাথরাসের পদপিষ্ট ঘটনায় গ্রেফতার মূল পাণ্ডা মধুকর

আপনজন ডেস্ক: উত্তরপ্রদেশের হাথরাস জেলায় একটি ‘সৎসঙ্গ’-এ পদপিষ্ট হয়ে ১২১ জন ভক্ত নিহত হওয়ার তিন দিন পরে, এই মামলার মূল অভিযুক্ত দেব প্রকাশ মধুকর, যিনি ভোলে বাবার ‘প্রধান সেবাদার’ ছিলেন এবং এক লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার পেয়েছিলেন। শুক্রবার রাতে তিনি দিল্লি পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। সূত্রের খবর, মধুকরের আইনজীবী এপি সিং সন্ধ্যায় উত্তরপ্রদেশ পুলিশকে ফোন করে জানান যে মধুকর হৃদরোগের জন্য দিল্লির একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং তিনি আত্মসমর্পণ করতে চান। উত্তরপ্রদেশ পুলিশ এই তথ্য দিল্লি পুলিশকে দেয় এবং মধুকর জাতীয় রাজধানীর উত্তম নগর এলাকার একটি হাসপাতালের কাছে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করার পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সিং বলেছিলেন যে মধুকর অসুস্থ ছিলেন এবং তাই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। অবস্থার উন্নতি হওয়ায় তিনি আত্মসমর্পণ করেছেন বলে জানান তিনি।

সূত্র জানিয়েছে যে মধুকরকে পরে ইউপি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল।

নিট বাতিল করলে হিতে বিপরীত হবে, দাবি এনটিএর

আপনজন ডেস্ক: ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে যে বিতর্কিত নিট ইউজি ২০২৪ পরীক্ষা বাতিল করা বৃহত্তর জনস্বার্থের পক্ষে অত্যন্ত বিপরীতমুখী এবং উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিকারক হবে, বিশেষত যারা এটি পাস করেছেন তাদের কেরিয়ারের সম্ভাবনার জন্য।

শীর্ষ আদালতে একটি আবেদনের জবাবে জমা দেওয়া হলফনামায় এনটিএ, যা এনইইটি-ইউজি পরীক্ষা পরিচালনা করে, বলেছে যে ৫ মে অনুষ্ঠিত পুরো পরীক্ষার পরিচালনার উপর ফাঁসের অভিযোগ করা ঘটনা বা চেষ্টার কোনও প্রভাব রয়েছে বলে মনে হয় না, কারণ তদন্তকারী সংস্থাগুলির দ্বারা জড়িত প্রার্থীর সংখ্যা হাজির হওয়া প্রার্থীদের সংখ্যার তুলনায় নগণ্য। এতে বলা হয়েছে, উপরোক্ত কারণের ভিত্তিতে পুরো পরীক্ষা বাতিল করা বৃহত্তর জনস্বার্থের জন্য বিশেষত যোগ্য প্রার্থীদের কেরিয়ারের সম্ভাবনার পক্ষে অত্যন্ত বিপরীত এবং উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিকারক হবে। সংস্থাটি বলেছে নিট পরীক্ষায় “গণ অসৎ উপায় অবলম্বন”-এর দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বিভ্রান্তিকর এবং এর কোনও সত্যতা নেই।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ সুন্দরবনের মাদ্রাসায়

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: সুন্দরবনকে বাঁচাতে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য নির্মল সবুজ পরিবেশ গড়ে তুলতে বৃক্ষ রোপণের কাজ শুরু করলেন শিক্ষক তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী আনোয়ার হোসেন কাসেমী। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও বৃক্ষরোপণ করার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।শুক্রবার বিকালে বাসন্তী থানার চুনাখালি জামিয়া জাকারিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ফলের চারাগাছ সহ অন্যান্য বৃক্ষরোপণ করেন।শিক্ষকের এমন উদ্যোগে বৃক্ষরোপণে সামিল হয় মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রী সহ এলাকার যুবক ফারুক আহমেদ সরদার সহ অন্যান্যরা।

এদিন প্রায় ৫০ টি বিভিন্ন প্রজাতির চারাগাছ রোপণ করা হয়। এমন বৃক্ষরোপণ প্রসঙ্গে সমাজসেবী আনোয়ার হোসেন কাসেমী জানিয়েছেন, 'সুন্দরবন কে রক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি আগামীর ভবিষ্যত প্রজন্ম যাতে করে নির্মল সবুজ দূষণমুক্ত পরিবেশে বড় হতে পারে তার জন্য এমন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এক বছরে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে পাঁচ হাজার চারাগাছ রোপণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।'

উলুবেড়িয়ায় শহিদ দিবসের প্রস্তুতি সভা

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: শুক্রবার উলুবেড়িয়া পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজনে অমর ২১শে জুলাই-এর শহিদ স্মরণ উদ্দেশ্যে ধর্মতলা চলো-র প্রস্তুতি সভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। যেখানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য,উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্রের বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু, উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস,ভাইস-চেয়ারম্যান শেখ ইনামুর রহমান,উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আকবর শেখ,হাওড়া গ্রামীণ জেলার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকদের নিয়েআলোচনা

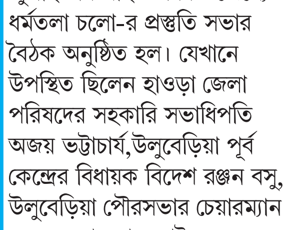

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হাজিরা বিবি সহ সমিতি শিক্ষা অফিসারের উপস্থিতে পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে। এ দিনের বিশেষ আলোচনা সভায় আলোচনা করা হয় স্কুলের পরিকাঠামো থেকে শুরু করে মিড ডে মিলের মান উন্নয়ন করার বিষয় নিয়ে।পাশাপাশি শিক্ষার মান যেনো আরো ভালো করা যায় সেই বিষয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হাজিরা বিবি।এদিনের আলোচনায় বিভিন্ন স্কুলের সমস্যার কথা তুলে ধরেন স্কুল শিক্ষকরা।

পুজোর আগে সূর্যপুরে নতুন ব্রিজটি চালু হবে: মহকুমা শাসক

হাসান লস্কর ● সূর্যপুর

আপনজন: আসন্ন দূর্গা পূজার মধ্যেই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সূর্যপুরের আদি গঙ্গার উপর নির্মিত নতুন ব্রিজ চালু হবে। দুই বছর ধরে চলা বারুইপুরের সূর্যপুর সেতু পুজোর আগে খুলে দেওয়া হবে জনসাধারণের যাতায়াতের জন্য। বারুইপুরে মহকুমা শাসক চিত্রদীপ সেন এই কথা বলেন। এই নিয়ে বারুইপুরের এসডিও অফিসে একটি প্রশাসনিক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুরের এসডিও চিত্রদীপ সেন, বারুইপুরে বিডিও সৌরভ মাঝি, সেচ দপ্তরের আধিকারিক ও ইরিগেশন দপ্তরে আধিকারিকরা। বারুইপুর কুলপি রোডে থাকা সূর্যপুর সেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেতু। এই সেতু ধরেই বারুইপুর থেকে জয়নগর, মন্দিরবাজার থেকে শুরু করে রায়দীঘি, কুলতলী, মথুরাপুর যাওয়া যায়,২০২২ সালের জুলাই মাসে এই ভগ্ন বেহাল দশায় থাকা সেতু টি ভেঙে নতুন করে নির্মাণের কাজ শুরু করে পূর্ত দপ্তর। বিকল্প হিসেবে এই সেতুর পিছনে থাকা অন্য সেতু দিয়ে যাতায়াত চালু করেন তারা। কিন্তু টানা দুই বছর শেষ হয়ে গেলেও সেতু নির্মাণ সম্পন্ন না হওয়ায় ক্ষুব্ধ ছিল সাধারণ মানুষজন। তাদের অভিযোগ, অত্যন্ত ঢিলে তালে চলছে সেতু নির্মাণের কাজ। এই সেতু নির্মাণ দ্রুত সম্পন্ন হলে উপকৃত হবেন লক্ষাধিক মানুষজন এমনি জানালেন এসডিও চিত্রদীপ সেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা এই উদ্যোগ কে সাধুবাদ জানাচ্ছে।

২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা করণদিঘীতে

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: করণদিঘীর রাহুল মঞ্চে একুশে জুলাই শহীদ দিবসের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে ধর্মতলা চলো কর্মসূচির অংশ হিসাবে এই সভার আয়োজন করা হয়েছিল।

বিধায়ক গৌতম পাল বলেন, একুশে জুলাই আমাদের জন্য শুধুমাত্র একটি দিন নয়, এটি আমাদের সংগ্রামের প্রতীক। আমরা শহীদদের স্মরণ করে তাদের আত্মত্যাগের সম্মান জানাই। আমি করণদিঘীর সমস্ত তৃণমূল সমর্থকদের আহ্বান জানাই, আপনারা সবাই আসুন এবং এই মহান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করুন। এই প্রস্তুতি সভা তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে একতা ও উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলেছে। সকলেই একত্রিত হয়ে ধর্মতলায় শহীদ দিবস পালন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল, করণদিঘি বিধানসভার বিধায়ক গৌতম পাল, জেলা তৃণমূল কংগ্রেস যুব সভাপতি কৌশিক গুন, জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক হাফিজুল ইকবাল বোলা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির প্রতিনিধি মোহসিন আজম, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষ চন্দ্র সিনহা, প্রাক্তন ব্লক তৃণমূলের সভাপতি আবদুল ওয়াহাব, এছাড়াও ১৩ নম্বর জেলা পরিষদের সদস্য আব্দুর রহিম, ১৪ নম্বর জেলা পরিষদের সদস্য কৃষ্ণা সিনহা সহ তৃণমূল কংগ্রেসের আরও অনেক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের অবসরকালীন ভাতা বৃদ্ধিকে স্বাগত: ফারহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা হয়েছে শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের আশা কর্মীদের অবসরকালীন সুবিধা বাড়ল। অবসরকালীন ভাতা (এককালীন) বেড়ে ৫ লক্ষ টাকা করা হল। বৃহস্পতিবারই স্কুল শিক্ষা দফতর এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। পার্শ্বশিক্ষক, এসএসকে, এমএসকে শিক্ষক, চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক (উচ্চ মাধ্যমিক), আশাকর্মী, আইসিডিএস ওয়ার্কার, আইসিডিএস হেল্পার, সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ, হোমগার্ড-সহ বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের অবসরকালীন এই ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। অর্থ দফতর এই ভাতাবৃদ্ধির বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছে। এই ভাতা বৃদ্ধিকে স্বাগত জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল

কংগ্রেস মাদরাসা শিক্ষক সমিতির সভাপতি একেএম ফারহাদ।

তিনি বলেন, তিনি বলেন মানবিক মুখ্যমন্ত্রী বাংলার মানুষের জন্য সব সময় জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে চলেছে। আমাদের দীর্ঘদিনের প্রস্তাব ছিল এই সমস্ত স্তরের কর্মীদের বিভিন্ন রকমের সুযোগ সুবিধা প্রদান করার,আন্তরিকতার সঙ্গে রাজ্য সরকার প্রস্তাব গ্রহণ করায় আমাদের সংগঠন অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বলে ফারহাদ জানান।

প্রোমোটারদের দখলে বিদ্যালয়ে যাওয়ার রাস্তা, বিক্ষোভে ফেটে পড়ল ছাত্রছাত্রীরা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: একদিকে যখন মুখ্যমন্ত্রী জমি দখল নিয়ে প্রশাসনিক মহলে কড়া বার্তা দিয়েছেন, অন্যদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়ার রাস্তা দখল করেছে প্রোমোটাররা। স্কুল বন্ধ থাকার সুযোগে প্রাচীর তুলে দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ভগবানগোলা থানার কালুখালী এলাকায়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, আব্দুল মান্নান হাই মাদ্রাসার জন্য রাস্তার জমি দিয়েছিলেন জিয়ারুদ্দিন সেখ। তার বাবার নামে সরকার অনুমোদিত ওই বিদ্যালয় তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ২০০৯ সালে। তখন থেকে বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য একটি সরু গলি রাস্তা ছিল। দিন কয়েক আগে গরমের ছুটিতে বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় প্রোমোটাররা ওই রাস্তার জমি দখল করে। বিদ্যালয়ের সামনে তুলে দেওয়া হয় ইটের দেওয়াল। যার কারণে বিদ্যালয়ে যাওয়ার বা বিদ্যালয় থেকে বেরোনোর কোন রাস্তা একেবারে নেই বললেই চলে। স্কুল বন্ধ থাকার সুযোগে প্রোমোটাররা দেওয়াল তৈরি করে ওই স্কুলের রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে।

শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক, বিডিও সহ প্রশাসনিক মহলে রাস্তা বন্ধের অভিযোগ জানানো হলেও তারা কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ স্কুল কর্তৃপক্ষের।

বৃহস্পতিবার রাস্তা বন্ধের প্রতিবাদে কালুখালী রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। তাদের দাবি, বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য যে রাস্তা দখল হয়েছে, তা দ্রুত উদ্ধার করে বিদ্যালয়ের হাতে দেওয়া হোক।

এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করলেও তিনি সাংবাদিকদের কোন প্রশ্নের উত্তর দেননি।

ভগবানগোলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে অবরোধ তুলে দেয়।

বিদ্যালয়ের সহ শিক্ষক মোঃ ইব্রাহিম গণি বলেন, 'স্কুলের জমির সঙ্গে রাস্তারও উল্লেখ রয়েছে। ওই রাস্তা দিয়েই এতদিন যাতাযাত হয়েছে। এখন স্থানীয় এক প্রোমোটার দাবি করছেন, ওই রাস্তা স্কুলের নয়, তার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। সেই কারণে তিনি রাস্তা ঘিরে নিয়েছেন। প্রশাসনের কাছে আমাদের আর্জি, স্কুলে যাতাযাতের জন্য রাস্তা নির্দিষ্ট করে দিয়ে বিদ্যালয় পরিচালনার সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলুন।'

এই বিষয়ে ভগবানগোলা এক ব্লকের বিডিও ডঃ নয়না দে বলেন, 'বিষয়টি ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিককে দেখে পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। আশা করি এই সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে।'

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ল্যাম্পপোস্টে আগুন লাগায় পুড়ল গাছ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শুক্রবার রাতে শহরের প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলায় লাইট পোস্টে হঠাৎ আগুন লাগে।ধর্মতলার মোড়ে ইলেকট্রিক পোষ্টে আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে দমকলের ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ধর্মতলার জনবহুল এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে। জানা গিয়েছে ল্যাম্পপোস্টে লাগা ওই আগুন গাছে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় মানুষজন দমকল বিভাগে তৈরি করি খবর দিলে সেখান থেকে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। একইসঙ্গে ঘটনাস্থলের পার্শ্ববর্তী সিইএসসি'র ভিক্টোরিয়া হাউস থেকে ও বিদ্যুৎ কর্মীরা এসে ওই লাইট পোস্টের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে।

তিনপাকুরিয়া গন্ডগোল কাণ্ডে তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এল

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: তিনপাকুরিয়া গন্ডগোল কাণ্ডে এবার জেলা পরিষদ সদস্য আনারুল হক বিপ্লব ও পুলিশ প্রশাসনের একাংশকে আক্রমণ করে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন সামশেরগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শহিদুল ইসলাম।

শুক্রবার সামশেরগঞ্জের ডাকবাংলায় দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন ব্লক সভাপতি।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মধক্ষের প্রতিনিধি শহিদুল হক। সাংবাদিক সম্মেলনে আনারুল হক বিপ্লবকে কার্যত কংগ্রেসের জেলা পরিষদ সদস্য বলে সরাসরি অভিযোগ করেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি। পাশাপাশি তিনপাকুরিয়ায় গন্ডগোল কাণ্ডে পুলিশের একাংশকে দায়ী করে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ করেন তিনি। যদিও পাল্টা সাংবাদিক সম্মেলন করে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতির দাবিকে ভিত্তিহীন বলে

ব্লক সভাপতি শহিদুল ইসলাম

জেলা পরিষদ সদস্য আনারুল

উড়িয়ে দেন সামশেরগঞ্জের চার নম্বর জেলা পরিষদের সদস্য আনারুল হক ওরফে বিপ্লব। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের পরেই দলের হয়ে প্রাণপণভাবে কাজ করে চলেছেন তিনি। এমনকি লোকসভা ভোটে আমাকে সাগরদিঘির অবজারভার করা হয়েছিল দলের পক্ষ থেকে। দলের হয়ে কাজ করার পুরো বিষয়টি দলের হাই কমান্ড জানেন বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দেন আনারুল হক বিপ্লব। তাকে কালিমালিপ্ত করতেই তাকে অশান্তির সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন বিপ্লব।

উল্লেখ করা যেতে পারে, গত কয়েকদিন আগে সামশেরগঞ্জের তিনপাকুরিয়ায় দুই পক্ষের মধ্যে ঝামেলা সৃষ্টি হয়। একে অপরকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে। গন্ডগোলে জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন সাদাকাস শেখ নামে এক ব্যক্তি। ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গন্ডগোলের পর এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে হলেই অভিযোগ করেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি।

পাশাপাশি অনেক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী ঘর ছাড়া বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। এসব কিছুর জন্য জেলা পরিষদ সদস্য আনারুল হক বিপ্লবকে দায়ী করেছেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি। যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে পাল্টা কটাক্ষ করেছেন আনারুল হক বিপ্লব।

কুলপির বিধায়ক ও ব্লক সভাপতির অন্তর্দ্বন্দ্ব সাংসদের সংবর্ধনা সভায়

নকীব উদ্দিন গাজী ● কুলপি

আপনজন: কুলপিতে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সংসদের সংবর্ধনা সভায় বিধায়ক ও ব্লক সভাপতি গোষ্ঠীদন্দ প্রকাশ্যে এল। উভয় উভয়কে নাম না করে জনগণের সামনে নিজেদের রাগ অভিমান তুলে ধরেন । কুলপির পথের সাথী গেস্ট হাউসে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত সংসদ বাপি হালদারের সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। আর সেই সংবর্ধনা সভাতেই প্রকাশ্য সভাতে দেখা গেল বিধায়ক ও ব্লক সভাপতি কাজিয়া। একদিকে যখন বিধায়ক দলের শৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে ব্লক সভাপতির নাম না করেই একাধিক বক্তব্য রাখলেন ঠিক উল্টোদিকে ব্লক সভাপতিও বিধায়কের নাম না করে দলের শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। এদিনের এই সংবর্ধনা সভায় কুলপি বিধানসভার বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার জানান দলের মধ্যে থেকে কেউ কেউ তার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার তকমা লাগাচ্ছে। পাশাপাশি তিনি বলে আমি যদি সাম্প্রদায়িক হতাম তাহলে চারবারের বিধায়ক হতে পারতাম না। মানুষ সব জানে আমি তাদের জন্য কি করেছি। অন্যদিকে তিনি নাম না করে এও জানান দল থাকলে তবে কর্মীরা থাকবে দলের মধ্যে থাকলে শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে।

কুলপি বিধানসভার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুপ্রিয় হালদার বিধায়কের নাম না করে বিধায়ক ও সংসদের সামনে জানান দলের

মধ্যে থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচন বিধানসভা নির্বাচন ও লোকসভা নির্বাচন কেউ যদি আলাদা আলাদা করে গুরুত্ব দিয়ে দেখে তা হবে না। অন্যদিকে কারোর জন্য যদি কেউ সম্মানহানি হয় সেই বিষয়টিও বিধায়ক ও সংসদকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। অন্যদিকে কুলপিতে এডি শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি গঠনের দাবি জানান তিনি। তবে এই বিষয় নিয়ে বিধায়ককে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানায় কুলপিতে তৃণমূলের কোন গোষ্ঠীদ্বন্দ নেই তবে সম্প্রদায়িকতার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানায় দলের মধ্যে থেকে কেউ কেউ এই কথাটি বলে সেটি বলা একেবারেই ঠিক নয়। অন্যদিকে এই বিষয় নিয়ে কুলপি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুপ্রিয় হালদার কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান যারা যারা দলের মধ্যে থেকে ভুল কাজ করছে সেই বিষয়টি আমি বিধায়কের কাছে তুলে ধরতে ছেড়েছি। অন্যদিকে দল যাকেই বিধানসভা টিকিট দেবে সেটা দলের ব্যাপার । দলের মধ্যে থেকে অপমানিত হব, সেটা মেনে নেওয়া যাবে না। তাই সবাই দলের শৃঙ্খলা পরায়ণ হয়ে কাজ করতে হবে সেই বিষয়টি বলতে চেয়েছি।

তবে এই বিষয়ে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার জানায় দল বড় হলে তার মধ্যে সমস্যা থাকতে পারে তা নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নিতে হবে অন্যদিকে যারা দলের মধ্যে থেকে বিরোধী দলের হয়ে ভোট করিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে দল।

তবে এই বিষয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধী বিজেপিরা কুলপি ব্লকের শ্রমিক ইউনিয়নের বিজেপির সভাপতি স্বপন হালদার জানায় বিধায়ক ও ব্লক সভাপতি এর মধ্যে লেনদেনের ভাগ বাটোয়ারা ঠিকঠাক না হওয়ার জন্যই এই ঘটনা ঘটছে। তৃণমূল কংগ্রেস সর্বোচ্চ তোলাবাজের দল। আর সেখানে বিধায়ক বেশি খাবে নাকি ব্লক সভাপতি বেশি খাবে তা নিয়েই এই দ্বন্দ্ব।

কোর্টের অর্ডার সত্ত্বেও বুলডোজারে দোকান ভাঙার অভিযোগ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর আরতি মোড়ে বেশ কিছু দোকান ও বসত বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভাঙতে গেলে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় বোলপুর পৌরসভা কে। কারণ যে সকল দোকান ও ঘরবাড়ি রয়েছে তাদের বক্তব্য আমাদের কাছে কাছে বৈধ কাগজ থাকা সত্ত্বেও দোকান ও বসতবাড়ি সেগুলিকে ভেঙে ফেলা হচ্ছে বলে জানান দোকান মালিক ও সেখানকার বাসিন্দারা।

যদি ও দোকান মালিক ও বসবাসকারীরা বাস করছিলেন তারা বৈধ কাগজ দেখানো সত্ত্বেও বুলডোজার চালিয়ে দেন কিছু অংশ অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দা দোকানদারদের যে আমরা এখানে বহু বছর ধরে দোকানদানি করছি এবং বসবাস করছি তা সত্ত্বেও কি করে বোলপুর পৌরসভা বুলডোজার চালাতে পারে। যদিও একাংশ বাড়ি এখনো ভাঙা সম্ভব হয়নি যেহেতু তারা প্রতিবাদ করেছেন।

দোকানদার স্থানীয় বাসিন্দাদের বারবার অভিযোগ করেন যে আমরা এখানে বাস করছি বা দোকানদারি করছি আমাদের কোট অর্ডার আছে তা সত্ত্বেও কেন ভেঙে ফেলা হবে। বোলপুর পৌরসভার কাছ থেকে এখনো কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

দেখা যাক বাড়ির কিছু অংশ এখনো বেঁচে আছে। বাড়ির লোকজনেরা বারবার অভিযোগ করছেন পৌরসভার বিরুদ্ধে।

বর্ধমান পুরসভা, জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বুলডোজার অভিযান

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: গোটা রাজ্যের সঙ্গে পূর্ব বর্ধমানের শুরু হয়েছে ফুটপাত দখল মুক্ত করতে অভিযান।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন সমস্ত বেআইনি নির্মাণ ও সরকারি জায়গায় দখল করে বসে রয়েছে তাদেরকে অবিলম্বে উঠে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ।

বর্ধমান পৌরসভা এর আগেও বুলডোজার চালিয়েছিল কিন্তু আজ বর্ধমান পৌরসভা ও বর্ধমান জেলা প্রশাসন সহ বর্ধমান পৌরসভার একাধিক কাউন্সিলরদের নিয়ে রাস্তায় নামলেন এসডিও নর্থ তীর্থঙ্কর বিশ্বাস , বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার। রীতিমতো প্রথমদিকে বেশ ভালোই চলছিল সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছিল রাস্তার ধারে যে সমস্ত দোকানদাররা রয়েছেন তারা যেন শীঘ্রই রাস্তার উপর থাকা দোকান গুলোকে সরিয়ে নেয়।

বর্ধমান পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশ বাবু বলেন রাস্তাঘাট দিয়ে মানুষ চলতে প্রচন্ড অসুবিধা হচ্ছে মানুষ আমাদেরকে কমপ্লেন করছেন সকলের কথাই ভাবতে হবে ।প্রথম থেকেই অনুরোধ করে যাচ্ছি অনুরোধ না শুনলে বল তো প্রয়োগ করতেই হবে। তাই জেসিবি চালানো হয়েছে।

প্রথম নজর

বিদেশী পেশাজীবীদের নাগরিকত্ব দেবে সৌদি

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরব বেশ কিছু বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, গবেষক, উদ্ভাবক, উদ্যোক্তা এবং অনন্য দক্ষতা ও বিশিষ্ট প্রতিভাকে দেশটির নাগরিকত্ব দেয়ার জন্য একটি রাজকীয় ডিক্রি জারি করেছে।
বৃহস্পতিবার সৌদি প্রেস এজেন্সির (এসপিএ) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়। এতে অনন্য দক্ষতার সাথে বিশ্বব্যাপী প্রতিভার জন্য সৌদি আরবের অব্যাহত অনুসন্ধান প্রতিভাত হয়।
দেশটি তার ভিশন ২০৩০ লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন সেক্টরের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে এমন ক্ষেত্রে অনন্য প্রতিভা এবং দক্ষতার লোকদের খোঁজ করছে।
ভিশন ২০৩০ উদ্যোগটি ব্যতিক্রমী সৃজনশীল মনকে আকর্ষণ, বিনিয়োগ এবং ধরে রাখতে সৌদি আরবের গভীর আগ্রহকে প্রতিফলিত করে।
এটি এমন একটি পরিবেশ তৈরি করার জন্য রাজ্যের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকেও তুলে ধরে, যা উদ্ভাবন এবং উন্নয়নকে উৎসাহিত করে। ঘোষণাটি একটি অনুরূপ রাজকীয় ডিক্রি অনুসরণ করে যা পূর্বে ২০২১ সালে এই ক্ষেত্রে নির্বাচিত বিশিষ্ট প্রতিভাদের প্রথম দলকে সৌদি নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য জারি করা হয়েছিল।

সৌদি আরবের উপহার আত্মসাৎ, বলসোনারোর বিরুদ্ধে নতুন মামলা

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরব থেকে প্রাপ্ত মূল্যবান উপহারসামগ্রী আত্মসাতের অভিযোগে ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট জইর বলসোনারোর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করেছে দেশটির কেন্দ্রীয় পুলিশ। বৃহস্পতিবার এ অভিযোগ আনা হয়। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, বলসোনারো রাষ্ট্রপ্রধান থাকাকালে সৌদি সরকারের কাছ থেকে পাওয়া উপহারসামগ্রী নিজের করে নেওয়ার সত্যতা পাওয়া গেছে।
এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বলসোনারোর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আনা হলো। এর আগে, করোনার টিকাসংক্রান্ত জালিয়াতির অভিযোগে গত মার্চে পুলিশ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল।
পুলিশের দুটি সূত্রের বরাতে জানা যায়, বলসোনারোর বিরুদ্ধে অভিযোগে উল্লেখ করা গয়নাগুলোর মধ্যে আছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান চপার্ডের তৈরি ডায়মন্ডের গলার হার, আংটি, ঘড়ি ও কানের দুল। এসবের মূল্য প্রায় ৩২ লাখ ডলার। সৌদি আরবের সরকার এই গয়নাগুলো বলসোনারো ও তার স্ত্রী মিশেল বলসোনারোকে উপহার হিসেবে দিয়েছিল।
২০২১ সালের অক্টোবরে সাও পাওলো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শুল্ক কর্মকর্তারা বলসোনারো সরকারের এক সহযোগীর ব্যাগ থেকে কিছু অলংকার জব্দ করেন। ওই সহযোগী তখন সৌদি আরবের রিয়াদ থেকে ফিরছিলেন। পুলিশ বলসোনারোর বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং, অপরাধকর্মে সহযোগিতা এবং আত্মসাতের অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে।
বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য জানতে ব্রাজিলের পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে বার্তা সংস্থা রয়টার্স, তবে তাৎক্ষণিক সাড়া পাওয়া যায়নি। বলসোনারোর আইনজীবীর সঙ্গেও যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে আগে বলসোনারোর আইনজীবী দাবি করেছিলেন, তার মক্কেল কোনো অপরাধ করেননি।
বলসোনারোর বড় ছেলে এবং সিনেটর ফ্লাভিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে অভিযোগ করেন, তার বাবা নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন।
যুক্তরাষ্ট্রে কিছু অলংকার বিক্রিতে বলসোনারোকে সহযোগিতার অভিযোগ রয়েছে কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। ব্রাজিলের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি আলেক্সান্দ্রে দে মোরায়েসের অনুমতির পর গত বছর পুলিশ ওই সেনা কর্মকর্তাদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল। বিচারপতি মোরায়েস জানান, জিনিসগুলো বিক্রি করা হলেও এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়নি।

অবশেষে যুদ্ধবিরতি আলোচনা শুরু করতে চায় দখলদার ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতি আলোচনা শুরু করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। গাজায় যুদ্ধবিরতি এবং বন্দিদের মুক্তির বিষয়ে অগ্রগতি হতে যাচ্ছে। চুক্তির শর্তে হামাসের সংশোধিত প্রস্তাব এবং ইসরায়েল পুনরায় আলোচনার কথা জানানোর পর যুদ্ধবিরতির ক্ষেত্রে আশার আলো দেখা যাচ্ছে। শুক্রবার (৫ জুলাই) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানায় ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স।
প্রতিবেদনে বলা হয়, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু মার্কিন প্রেসিডেন্টকে জানায়, স্থগিত আলোচনা শুরু করতে তিনি প্রতিনিধি দল পাঠাতে চায়।
ইসরায়েলের একজন কর্মকর্তা জানান, প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবে দেশটির গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের প্রধান ডেভিড বার্নিয়া।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে ইসরায়েলের প্রতিনিধি দলের একটি সূত্র জানায়, বুধবার হামাসের পাঠানো চুক্তির শর্তে সংশোধিত প্রস্তাবের পর এটি কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা বেড়েছে। সূত্রটি জানায়, 'হামাস যে প্রস্তাবটি পেশ করেছে তাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি রয়েছে।'
যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিকভাবে মধ্যস্থতাকারীদের ঘনিষ্ঠ এক ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা রয়টার্সকে বলেছেন, হামাসের নতুন প্রস্তাব ইসরায়েল গ্রহণ করলে একটি কাঠামো চুক্তি হতে পারে।
উল্লেখ্য, গাজার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জানায়, গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার প্রতিক্রিয়ায় শুরু হওয়া ইসরায়েলি আগ্রাসনে এখন পর্যন্ত ৩৮ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। তবে ইসরায়েল বলেছে নিহতের সংখ্যা এক হাজার ২০০ এবং ২৫০ জনকে জিম্মি করা হয়েছে।

গোপনে ফিলিস্তিনের ৩১৩৮ একর জমি নিজেদের করল ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: গোপনে ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের তিন হাজার ১৩৮ একর জমি নিজেদের বলে অনুমোদন দিয়েছে ইসরায়েল। ১৯৯৩ সালের অসলো চুক্তির পর এবারই সবচেয়ে বেশি ভূখণ্ড নিজেদের করে নিল ইসরায়েল। বৃহস্পতিবার (০৪ জুলাই) দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ইসরায়েলি দখলদার বিরোধী ওয়াচডগের এক রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ধীরে ধীরে ইসরায়েলি বাহিনী গাজা ও পশ্চিম তীর থেকে সরে যাবে। কিন্তু বাস্তবে এ চুক্তিকে থোড়াই কেয়ার করছে ইসরায়েল। প্রায় প্রতিবছর ফিলিস্তিনদের কাছ থেকে ইসরায়েলের দখল করা জমি নিজেদের বলে অনুমোদন করে আসছে দেশটির কর্তৃপক্ষ।
ইসরায়েলি অধিকার সংস্থা 'পিস নাউ' নতুন ভূখণ্ড অনুমোদনের বিষয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, পশ্চিম তীরের বেসামরিক ইস্যুগুলো নিয়ে কাজ করা ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগ গত ২৫ জুন নতুন ভূখণ্ডের অনুমোদন দিয়েছে। তবে গতকাল পর্যন্ত বিষয়টি প্রকাশ করা হয়নি।
ইসরায়েলের অবৈধ বসতি স্থাপনকারীদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করে পিস নাও নামের এ সংস্থা। তারা নতুন করে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড দখলের নিন্দা জানিয়েছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, ইসরায়েলের এমন কর্মকাণ্ড স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়াকে আরো কঠিনতর করে তুলছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অধিগ্রহণ করা ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলোর নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ইসরায়েল এ জমিগুলোকে নিজেদের বলে অনুমোদন করেছে। কোনো জমি একবার নিজেদের অনুমোদন করলে পরে সেসব জমির ফিলিস্তিনি মালিকানাকে অস্বীকার করে ইসরায়েল।

ফিলিস্তিনের অধিকৃত পশ্চিম তীরে নতুন ৫ হাজার ২৯৫ বাসভবন স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন ইসরায়েলি সরকার। বৃহস্পতিবার (৪ জুলাই) এই পরিকল্পনাটি পাস হয়েছে বলে জানা গেছে। এপি'র এক প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, গাজায় চলমান সহিংসতায় যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত আলোচনা আবারও শুরু করতে চান প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। এজন্য ইতিমধ্যে প্রতিনিধি পাঠানোর সিদ্ধান্তও নিয়েছেন তিনি।

যুক্তরাজ্যের নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন স্টারমার

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পাওয়া লেবার পার্টির নেতা কিয়ার স্টারমারকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দিয়েছেন ব্রিটেনের রাষ্ট্রপ্রধান রাজা তৃতীয় চার্লস। শুক্রবার (৫ জুলাই) বাকিংহাম প্রাসাদে রাজার সঙ্গে দেখা গেলে তিনি স্টারমারকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেন। বাকিংহাম প্রাসাদের প্রকাশ করা একটি ছবিতে দেখা গেছে, রাজা চার্লস স্টারমারের সঙ্গে করমর্দন করছেন। এর আগে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে কনজারভেটিভ পার্টির নেতা ঋষি সুনাকের পদপত্যাগপত্র গ্রহণ করেন। বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ৪১২ টি আসনে জয় পেয়েছে লেবার পার্টি। কনজারভেটিভ পার্টি পেয়েছে ১২১টি আসন। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য কোনো দলের প্রয়োজন হয় ৩২৬ আসন। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যুক্তরাজ্যে টানা ১৪ বছর পর ক্ষমতা থেকে সরে গেল কনজারভেটিভ পার্টি।
নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর কিয়ার স্টারমার বলেন, 'পরিবর্তন এখন থেকেই শুরু হলো।' আর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার প্রথম ভাষণে স্টারমার বলেছেন, জনগণ সুচিন্তিতভাবে পরিবর্তন এবং জনগণের সেবামূলক রাজনীতির জন্য ভোট দিয়েছে। তবে এই পরিবর্তনের জন্য সময় লাগতে পারে জানিয়ে তিনি বলেন, কোনো দেশকে পরিবর্তন করা সুইচ টেপার মতো বিষয় নয়। এর জন্য সময় প্রয়োজন হবে। তবে পরিবর্তনের জন্য কাজ শুরু করা হবে। ইটের ওপর ইট তুলে দেশের অবকাঠামো পুনর্গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন স্টারমার। নতুন নতুন বিদ্যালয় ও ঘর নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'আমার মতো খেটে খাওয়া পরিবারগুলো যাতে জীবন চালাতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।'

নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পর এবার দলের নেতৃত্ব ছাড়ছেন ঋষি সুনাক

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পর প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগের পাশাপাশি নিজ দল কনজারভেটিভ পার্টির নেতৃত্বও ছেড়ে দিচ্ছেন ঋষি সুনাক। সরকারি বাসভবন ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটে শেষ বিদায়ী ভাষণে সুনাক বলেছেন, ভোটারদের ক্ষোভ, হতাশা এবং পরিবর্তনের আকাঙ্খা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। দল নতুন নেতা পেয়ে গেলেই পদত্যাগ করবেন বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, 'আমি টোরি (কনজারভেটিভ) নেতার পদ থেকে পদত্যাগ করব। তবে এখনই নয়। যখন দলের উত্তরসূরি নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু হবে তখন। '১৪ বছর সরকারে থাকার পর কনজারভেটিভ পার্টির পুনর্গঠিত হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। তবে তারা যথেষ্ট পেশাদারিত্ব এবং কৃতিত্বের সঙ্গে বিরোধীদলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে সেটিও কম নয়,' বলেন সুনাক।
তিনি বলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমার সবটা দিয়েছি। কিন্তু আপনারা পরিষ্কার বার্তা পাঠিয়েছেন যে, যুক্তরাজ্যের সরকার পরিবর্তন হতে হবে। আর কেবল আপনাদের বিচারই আসল কথা।' প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করা সেকথা উল্লেখ করে সুনাক বলেন, মুল্যস্ফীতিকে সরকারের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় নিয়ে এসেছেন তিনি। মর্টগেজের হার কমে আসছে এবং প্রবৃদ্ধিও ফিরে এসেছে।
ভাষণে নতুন প্রধানমন্ত্রী হতে চলা লেবার নেতা কিয়ার স্টারমারেরও প্রশংসা করেছেন সুনাক। তিনি বলেন, লেবার পার্টি প্রতিপক্ষ হিসাবে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দলের নেতা স্টারমার একজন ভদ্র, জনহিতৈষী মানুষ। আমি তাকে সম্মান করি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইরানে চলছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাবশালী দেশ ইরানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে।
শুক্রবার (৫ জুলাই) স্থানীয় সময় সকাল ৮টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়। এদিন রাজধানী তেহরানে ভোট দিয়েছেন দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনি। এরইমধ্যে তিনি সর্বস্তরের জনগণকে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে তাদের রায় প্রদানের আহ্বান জানিয়েছেন। সর্বোচ্চ নেতা বলেছেন, আমি আশা করবো ইরানি জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দেবেন। ভোটাররা যত বেশি সুস্পষ্টভাবে তাদের রায় ঘোষণা করবেন, দেশের শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রকে এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গণে তত বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।
সকাল ৮টায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে চলবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। তবে নির্ধারিত সময়ের পরেও যদি ভোট কেন্দ্রগুলোতে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ভোটার উপস্থিতি থাকে তাহলে ভোট গ্রহণের সময় বাড়ানো হবে। বিদেশে যারা ভোট দেবেন তারাও একই নিয়মের মধ্যে পড়বেন। বিশ্বের ৯৫টি দেশে অবস্থানরত ইরানি নাগরিকরা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন। প্রথম দফার নির্বাচনে দেশের ভেতরে ভোট গ্রহণের জন্য ৫৯ হাজার ভোটকেন্দ্র প্রস্তুত করা হয়েছিল। আজকের নির্বাচনেও কেন্দ্রের সংখ্যা একই থাকবে। তবে প্রয়োজনে বাড়ানোর কথা বলেছেন নির্বাচনী কর্মকর্তারা।

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় প্রাণহানি ৩৮ হাজার ছাড়াল

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলি বর্বর হামলায় গত ২৪ ঘণ্টায় অর্ধশতাধিক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এতে নিহতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে ৩৮ হাজার। এছাড়া গত বছরের অক্টোবর থেকে চলা এই হামলায় আহত হয়েছেন ৮৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি।

সেহেরী ও ইফতারের সময়
সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.৩০ মি.

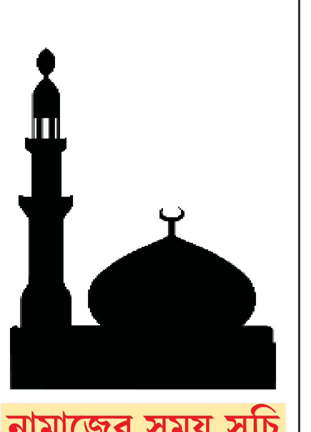

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২৫	৪.৫৭
যোহর	১১.৪৫	
আসর	৪.১৮	
মাগরিব	৬.৩০	
এশা	৭.৫১	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৭	

মার্কিন বাহিনীকে জাপানের 'হুঁশিয়ারি'

আপনজন ডেস্ক: জাপানে মার্কিন বাহিনী সদস্যদের জড়িত থাকা যৌন নিপীড়নের ঘটনাগুলো সহ্য করা যায় না বলে গতকাল বৃহস্পতিবার মন্তব্য করেছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়োকো কামিকাওয়া। তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে আহ্বান জানিয়েছেন, এমন ঘটনা যেন ভবিষ্যতে না ঘটে। খবর আনাদোলু এজেন্সির। মার্কিন বাহিনী দ্বারা যৌন নিপীড়নের পাঁচটি ঘটনা প্রকাশের পর গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

৭০ হাজার টাকার পনির চুরি, চাকরি হারালেন জার্মান পুলিশ সদস্য

আপনজন ডেস্ক: পনির চুরি করে চাকরিচ্যুত হয়েছেন এক পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে জার্মানিতে। পনির বহনকারী একটি ট্রাক দুর্ঘটনায় উল্টে গেলে নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয় এক পুলিশ সদস্যকে। কিন্তু সেই ট্রাক থেকে পনির চুরি করে চাকরি হারান তিনি। তবে সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে আদালতে আপিল করেছিলেন ওই পুলিশ সদস্য। কিন্তু গত মঙ্গলবার রাইনল্যান্ড-প্যালাটিনেট রাজ্যের প্রশাসনিক আদালত তার আপিল খারিজ করে দেন। আদালত বলেছেন, তিনি (পুলিশ সদস্য) দুর্ঘটনায় পড়া ট্রাকটির নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। এরপর ট্রাকের কাছে থাকা উদ্ধারকারী এক কম্পানির কর্মীকে ট্রাক থেকে ৯টি ২০ কেজি ওজনের পনিরের প্যাকেট তার গাড়িতে তুলে দিতে বলেন। যার মূল্য প্রায় ৭০ হাজার টাকা। আদালত বলেছেন, ৯টি প্যাকেটের মধ্যে ওই ব্যক্তি পাঁচটি প্যাকেট অফিসে নিয়ে যান আর বাকি চারটি সম্ভবত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও নিজের জন্য নিয়েছেন। তবে ওই পুলিশ সদস্য অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, তিনি এ ধরনের পনির খান না। আর দুর্ঘটনা এবং পনির রাখার জন্য শীতলীকরণ ব্যবস্থা না থাকায় পনিরগুলো ঠিক অবস্থায় ছিল না।

গাজায় হামাসের সঙ্গে লড়াইয়ে ১০ ইসরায়েলি সেনা নিহত

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় নতুন করে হামলা শরু করেছে দখলদার ইসরায়েল। দেশটি নতুন করে এলাকা খালি করার নির্দেশ দেওয়ার পর আবার অভিযান শুরু করেছে। এ অভিযান শুরুর পর গাজায় হামাসের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রাণ গেছে ১০ ইসরায়েলি সেনার। শুক্রবার (৫ জুন) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামীদের সংগঠন হামাসের সামরিক শাখা আল কাসেম ব্রিগেড জানিয়েছে, গাজায় ইসরায়েলের ১০ সেনা নিহত হয়েছে। সুজাইয়া এলাকায় চালানো অভিযানে তারা নিহত হয়েছে। গোষ্ঠীটি জানিয়েছে, ইসরায়েলের এ সেনারা একটি ভবনের ভেতরে ছিলেন। এ সময় তাদের লক্ষ্য করে হামলা চালায় হামাসের যোদ্ধারা। টেলিগ্রামে দেওয়া এক বিবৃতিতে আল-কাসেম ব্রিগেড জানিয়েছে, ইসরায়েলি সেনাদের দখলে থাকা ভবনটিতে টিবিজি রকেট দিয়ে হামলা চালনো হয়েছে। এরপর ভবনে প্রবেশ করেছে হামাসের যোদ্ধারা। হামলার পর বাকি সেনাদের দূর থেকে হত্যা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে গোষ্ঠীটি। আল কাসেম ব্রিগেড আরো জানিয়েছে, যোদ্ধারা বের হয়ে যাওয়ার সময় একটি ভবনটিতে একটি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। অভিযানে আহত এবং নিহত সেনাদের উদ্ধার করতে ইসরায়েলি হেলিকপ্টার এসেছে বলেও জানিয়েছে তারা।

হজ্ব ওমরাহ যিয়ারত
উমর ফারুক ট্রাভেলস্
নলপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া

সকলকে জানাই আসসালামু আলাইকুম
সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান আল্লাহপাক এর জন্য যিনি আমাদের সমস্ত এবাদতের মধ্যে এক বিশেষ এবাদত হজ্ব ও ওমরাহ করার জন্য সহজ সরল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, যেই কাজে আমরা সৎ ও নিষ্ঠার সাথে আপনাদের খেদমতে বহু বছর ধরে নিয়ে জিত আছি ও দোওয়া করেন আগামীতে আরো ভালো ভাবে সেবা করতে পারি ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পরিষেবা
১৭ দিনের জন্য সাধারণ প্যাকেজ — প্যাকেজ — ১৭ দিনের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ
■ মক্কা ও মদিনাতে কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ ফ্লাইট যেকোনও এয়ারলাইন্স-এ হতে পারে
■ মক্কাতে হোটেল এর দূরত্ব প্রায় ৩৫০ মিটার থেকে ৪০০ মিটার ■ মদিনাতে হোটেল এর দূরত্ব প্রায় ১০০ মিটার থেকে ১৫০ মিটার ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ তায়েফ যিয়ারত ■ বদর যিয়ারত ■ ওয়াদিয়া জিন পাহাড় ■ বয়স্ক মানুষদের জন্য হুইলচেয়ারের সু-ব্যবস্থা আছে ■ জমজম ৫ লিটার ■ জেদ্দা ও আরব সাগর ভ্রমণ
রমজানের স্পেশাল অফার সীমিত সময়ের জন্য বুকিং করুন
হাদিয়া: ল্যাগেজ ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, জুতার ব্যাগ, গাইড বই, সাতদানা তসবি, ট্রলি ব্যাগ
যোগাযোগ: কাজী ওয়াসিম আকবার 8240569012 | আব্দুল ফারাদ 7003187312 | সেখ সাইন রহমান 7980004507
কলকাতা শাখা অফিস: ৪৯, কুষ্টিয়া মসজিদ বাড়ি লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৯

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৮১ সংখ্যা, ২২ আষাঢ় ১৪৩১, ২৯ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

সীমাহীন বিশৃঙ্খলা

উপমহাদেশে এখনো সুষ্ঠু ও সুস্থ নির্বাচনি সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে নাই। যে কারণে নির্বাচনের পূর্বে ও নির্বাচনের দিন তো বটে, নির্বাচন শেষ হইয়া যাইবার পরও চলিতে থাকে নির্বাচনি সহিংসতা ও অস্থিরতা। বিজয় মিছিলে হামলা করা হইতে শুরু করিয়া পছন্দের প্রার্থীকে ভোট না দেওয়ার জন্য ভোটারদের উপর চলে স্টিমরোলার। নির্বাচনের পূর্বে যেমন হামলা-মামলা ও দমন-পীড়ন চলে, তেমনি নির্বাচনোত্তর অত্যাচার-নির্যাতনে বাড়ে আতঙ্ক ও উদ্বেগ। নির্বাচন মানেই গণতন্ত্র নহে। নির্বাচন হইল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি অংশ। আমেরিকা ও ইউরোপের মতো উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে দেখা যায়, নির্বাচনের এক বত্সর পূর্ব হইতেই বিরাজ করে ফুরফুরে নির্বাচনি পরিবেশ। সেইখানে সরকারি ও সরকারবিরোধী সকল দল ও মতের লোকেরই স্বাধীনমতো মতামত প্রকাশ ও সমভাবে প্রচার-প্রচারণা চালাইবার সুযোগ থাকে; কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশসহ উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলিতে দেখা যায়, নির্বাচনের এক বত্সর বা তাহারও পূর্ব হইতে চলে ধরপাকড় ও নানা কূটকৌশল। সেইখানে এমন বিষময় পরিবেশ তৈরি করা হয় যাহাতে বিরোধী দলগুলির নেতাকর্মীরা বাড়িতে বা এলাকায় থাকিতে না পারেন। ভোটকেন্দ্রের জন্য কোনো এজেন্ট খুঁজিয়া পাওয়া না যায়। এইভাবে তাহারা যাহাতে নির্বাচনেই অংশগ্রহণ করিতে না পারেন কিংবা করিলেও যাহাতে সুবিধা করিয়া উঠিতে না পারেন। ইহা যে সুস্থ কোনো নির্বাচনি সংস্কৃতি নহে, সেই কথা বলাই বাহুল্য।

আমরা লক্ষ করিতেছি, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বিরোধী মতের বা প্রতিপক্ষ নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা, সাজানো ও ভিত্তিহীন মামলা দিয়া তাহাদের জেলে রাখিয়া নির্বাচন উঠাইয়া লওয়ার প্রবণতা দেখা যাইতেছে। এই উপমহাদেশেই এমন ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা দুঃখ ও লজ্জাজনক। বিরোধী শীর্ষনেতার নামে মামলা দিয়া তাহাকে শুধু জেলে রাখিয়াই নির্বাচন আয়োজন করা হয় নাই, তাহাদের প্রতীকও ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, শীর্ষনেতার বিবির বিরুদ্ধেও মামলা দিয়া তাহাকে গৃহবন্দি করা হইয়াছে। কোথাও কোথাও শীর্ষস্থানীয় বিরোধী দলকে ঠুনকো অজুহাতে নিষিদ্ধ করিবার ঘটনাও ঘটিতেছে। এইভাবে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পরিবেশে সৃষ্টি করা হইতেছে প্রতিবন্ধকতা। তদুপরি প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও স্পর্শকাতর বিভাগের যোগসাজশে নির্বাচনে চলিতেছে বহুমাত্রিক অনিয়ম ও দুর্নীতি। নির্বাচনে মাদক ও স্বর্ণ পাচারের মতো কালোটাকার ছড়াছড়ি লক্ষণীয়। গাড়িভর্তি মাদকের টাকা বিতরণ এবং সেই অর্থ দিয়া স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোকজনকে ম্যানেজ করিবার দৃষ্টান্তও রহিয়াছে। তাই ইহা কোনো নির্বাচন হইতে পারে না। যাহারা এইভাবে অন্যায়-অনিয়ম করিতেছে তাহাদের অধিকাংশই ক্ষমতাসীন দল বা তাহাদের লোক। এমনকি ম্যাজিস্ট্রেট হাতেনাতে নির্বাচনকেন্দ্রিক অনিয়ম ধরিলেও তাহার কোনো কূলকিনারা হয় না। আমরা দেখিলাম, বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নির্বাচনের পূর্বেই গ্রেফতার করিয়া জেলে নেওয়া হইল। তবে মন্দের ভালো এই যে, নির্বাচনের ঠিক কয়েক দিন পূর্বে তাহাকে জেল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় যদিও নির্বাচনের পর আবার তাহাকে জেলে নেওয়া হয়। যেইভাবে ক্রমাগত নির্বাচনি, সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করা হইতেছে তাহা মানিয়া লওয়া যায় না। নির্বাচনি ব্যবস্থাকে যেইভাবে একের পর এক প্রশ্নবিদ্ধ করা হইতেছে তাহা অত্যন্ত পরিহাসমূলক। এই পরিস্থিতি দিনের পর দিন চলিতে পারে না।

এই সকল দেশের নির্বাচনে গুন্ডা বা মাস্তানদেরও ভূমিকা অনেক সময় বড় হইয়া দেখা যায়। তাহাদের দৌরাত্ম্যে ভোটার এমনকি নিজ দলীয় সাধারণ কর্মীরাও হইয়া পড়ে অসহায় ও গুরুত্বহীন। তাহার পরও সেই নির্বাচনে চলে মারপিট, হানাহানি ও খুনাখুনি। এইভাবে চলিতে থাকিলে আগামী কয়েক বত্সরের মধ্যে এই সকল দেশে সমগ্র নির্বাচনি ব্যবস্থা চলিয়া যাইবে ক্রিমিনাল বা অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণে। অতএব, সময় থাকিতেই উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সুষ্ঠু নির্বাচনি ব্যবস্থা লইয়া গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। নতুবা এই সকল দেশ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং সীমাহীন বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।

• • • • • • • • • • • •

ট্রাম্পের দায়মুক্তি রায়: আইন কি আইন ভাঙার জন্য

‘মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন’ (মাগা) শীর্ষক চিরন্তন যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও বর্তমান রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য গত সোমবার দিনটি বড় আনন্দের দিন ছিল। ট্রাম্প হলেন প্রথম কোনো সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধান, যাঁর নামে দায়ের করা ফৌজদারি মামলায় বিচার চলছে এবং একটি অপরাধের জন্য তিনি দোষী সাব্যস্তও হয়েছেন। লিখেছেন **বেলেন ফার্নান্দেজ...**

‘মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন’ (মাগা) শীর্ষক চিরন্তন যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও বর্তমান রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য গত সোমবার দিনটি বড় আনন্দের দিন ছিল।

ট্রাম্প হলেন প্রথম কোনো সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধান, যাঁর নামে দায়ের করা ফৌজদারি মামলায় বিচার চলছে এবং একটি অপরাধের জন্য তিনি দোষী সাব্যস্তও হয়েছেন। ২০২০ সালের নির্বাচনী ফল উল্টে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করার মামলায় ২০২৩ সালে একটি ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরি ট্রাম্পকে অভিযুক্ত করেছিল।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট (যেখানে ট্রাম্পপন্থী রক্ষণশীল বিচারকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে) রায় দিয়েছেন, প্রেসিডেন্টরা মূলত আইনের ঊর্ধ্বে, তাই ট্রাম্প দায়মুক্তি পাবেন। আমেরিকার গত ২৪৮ বছরের ইতিহাসে এই রায় নজিরবিহীন।

রায়ে বলা হয়েছে, ‘আমাদের সাংবিধানিক কাঠামোর অধীনে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার যে প্রকৃতি নির্ধারণ করা হয়েছে, তা একজন সাবেক প্রেসিডেন্টকে তাঁর সাংবিধানিক এখতিয়ারভুক্ত কাজের জন্য ফৌজদারি বিচার থেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্তির অধিকারী করেছে।’

রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, একজন সাবেক প্রেসিডেন্ট ‘তাঁর সব দাপ্তরিক (অফিশিয়াল) কাজের জন্য বিচার থেকে দায়মুক্তির অধিকারী’ তবে ‘অ-দাপ্তরিক (আন অফিশিয়াল) কাজের ক্ষেত্রে তাঁর জন্য কোনো দায়মুক্তি থাকবে না।’

এখন প্রশ্ন হলো, প্রেসিডেন্টের কোন কাজটি ‘অফিশিয়াল’ আর কোন কাজটি ‘আন-অফিশিয়াল’, সেটি পার্থক্য করার চিহ্নরেখা কে টানবে?

দেখা যাচ্ছে, সুপ্রিম কোর্ট নিজেও সেই পার্থক্য টানা রেখাটি সম্পর্কে সত্যিই কিছু জানে না। রায়ের একটি জায়গায় আমরা একটি ব্যাখ্যার মতো দৃশ্যমান কিছু কথা পাই।

যেমন রায়ের কয়েক পৃষ্ঠা নিচের দিকে বলা হয়েছে, ‘প্রেসিডেন্ট যখন “সাংবিধানিক এবং বিধিবদ্ধ কর্তৃত্ব” অনুসারে কাজ করেন, তখন আসলে তিনি তাঁর অফিসের কাজ সম্পাদনের জন্য সরকারি পদক্ষেপই নেন।’

এ পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু তারপর কিছু বিভ্রান্তি দেখা দেয়। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ও আইনের অধীনে প্রেসিডেন্টের ‘বিবেচনাপ্রসূত দায়িত্বগুলোর’ ব্যাপকতা প্রায়ই তাঁর কোন কাজটি দাপ্তরিক ও কোনটি দাপ্তরিক কাজের বাইরে, তা নির্ধারণ করা কঠিন করে তোলে।

> **আজ পর্যন্ত কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন স্থানে গণহত্যা চালানোর জন্য বা আন্তর্জাতিক আইনের মারাত্মক লঙ্ঘনের জন্য দায়ী করা হয়নি। এখন সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে মনে হচ্ছে, আসলেই আইন বানানো হয় আইন ভাঙার জন্য।**

যেহেতু প্রেসিডেন্ট হলেন সর্বময় ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্ট, সেহেতু তাঁর যেকোনো কাজ কোনো না কোনো বিবেচনায় সরকারি কাজ হিসেবে বোঝানো যেতে পারে।

রায়ের উপসংহারে বলা হয়েছে, আদালত যে দায়মুক্তিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তা প্রেসিডেন্টের দাপ্তরিক দায়িত্বের ‘বাইরের পরিসর’ পর্যন্ত প্রসারিত।

অর্থাৎ যে কাজগুলো প্রকাশ্যভাবে বা স্পষ্টতই প্রেসিডেন্টের কর্তৃত্বের বাইরের কাজ নয় বলে প্রতীয়মান, সে কাজকে দায়মুক্তির আওতাধীন বলে ধরা যেতে পারে।

সুপ্রিম কোর্ট এই রায়ের মাধ্যমে এই সহজ আশ্বাস দিচ্ছেন যে ‘রাজনীতি, নীতি বা দল নির্বিশেষে ওভাল অফিসের সব দখলদারদের জন্য দায়মুক্তি সমানভাবে প্রযোজ্য।’

এই রায়ের ব্যাপারে যে তিনজন বিচারপতি ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন সোনিয়া সোটোমায়র। রায়টির প্রভাব এবং এর বিপজ্জনক দিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, এটি ভবিষ্যতের যেকোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বেপরোয়া করে তুলতে পারে। প্রেসিডেন্ট যদি তাঁর কোনো রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করার জন্য নৌবাহিনীর সিল টিম ৬-কে আদেশ দেন? তাঁর চিন্তা থাকবে না। কারণ, তাঁর জন্য দায়মুক্তি থাকবে। কোনো প্রেসিডেন্ট যদি ক্ষমতা ধরে রাখতে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান? অসুবিধা নেই।

কারণ, দায়মুক্তি তো থাকছেই। কাউকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার বিনিময়ে যদি প্রেসিডেন্ট ঘুষ খান? তাতেও অসুবিধা নেই। দায়মুক্তি তো থাকছেই।

যে বিচারপতিরা দায়মুক্তির এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তাঁদের তিনজনকে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় নিয়োগ দিয়ে এসেছিলেন। ফলে এই সিদ্ধান্তকে ট্রাম্প নিজেই সম্ভব করেছেন বলে মনে করা যেতে পারে।

রায়ের পর তাৎক্ষণিকভাবে নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, ‘আমাদের সংবিধান এবং গণতন্ত্রের জন্য বড় জয়। একজন আমেরিকান হতে পেরে আমি গর্বিত।’

এটি অবশ্যই ঠিক, একটি দুর্নীতিগ্রস্ত এবং বর্ণবাদী ধনতান্ত্রিক সমাজে, যেখানে অভিজাত অন্যায়-অত্যাচার ও কালোটাকার প্রভাব খাটানো একটি সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা সমর্থিত হয় এবং মৌলিক অধিকারগুলোকে ঠান্ডা মাথায় নষ্ট করে ফেলা হয়, সেখানে মৌলিকভাবে গণতান্ত্রিক কিছু থাকতে পারে না।

আজ পর্যন্ত কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন স্থানে গণহত্যা চালানোর জন্য বা আন্তর্জাতিক আইনের মারাত্মক লঙ্ঘনের জন্য দায়ী করা হয়নি। এখন সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে মনে হচ্ছে, আসলেই আইন বানানো হয় আইন ভাঙার জন্য।

কিন্তু, আরে! এগুলোই তো দেখছি এখন আমেরিকাকে ‘মহান’ করে তুলছে! যাহোক, মার্কিন প্রেসিডেন্টরা দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক আইনের ঊর্ধ্বে থেকে আসছেন। এখন থেকে তাঁদের নিজেদের দেশের ভেতরকার আইনেরও ঊর্ধ্বে থাকা উচিত; তাই না?

আজ পর্যন্ত কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন স্থানে গণহত্যা চালানোর জন্য বা আন্তর্জাতিক আইনের মারাত্মক লঙ্ঘনের জন্য দায়ী করা হয়নি। এখন সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে মনে হচ্ছে, আসলেই আইন বানানো হয় আইন ভাঙার জন্য।

বেলেন ফার্নান্দেজ আল-জাজিরার নিয়মিত কলাম লেখক আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

ভেঙে গেল জোট, ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পথে নেপালের প্রধানমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: নেপালে জোট গঠনের ৪ মাস পর ক্ষমতাসীনদের অন্যতম প্রধান শরীক দল কমিউনিস্ট ইউনিফাইড মার্কসিস্ট লেনিনবাদী (ইউএমএল) পার্টি প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কামাল দাহাল সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এর ফলে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে সংকটের মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। ইউএমএল পার্টি বলছে, জোটে মনোনীত তাদের ৮ জন মন্ত্রী পদত্যাগ করবেন।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পার্লামেন্টের দুটি বৃহত্তম দল ইউএমএল এবং বিরোধী নেপালি কংগ্রেস পার্টি একটি নতুন জোট গঠন করবে। দাহালের নেতৃত্বাধীন সরকারের স্থলাভিষিক্ত হবে এই জোট। ইউএমএলের শীর্ষ নেতা প্রদীপ গাওয়ালি রয়টার্সকে বলেন, নেপালের স্থিতিশীলতার জন্য নতুন এই জোট।

২০০৮ সালে নেপাল প্রজাতন্ত্র হওয়ার পর থেকে ২৩৯ বছরের রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়েছে। এরপর দীর্ঘদিন ধরে দেশটি উপদলীয় লড়াই এবং রাজনীতিবিদদের অহংবোধে জর্জরিত, যা স্থিতিশীল সরকার গঠনে বাধার কারণ।

সাবেক মাওবাদী বিদ্রোহের প্রধান ৬৯ বছর বয়সী পুষ্প কামাল দাহাল ২০২২ সালে পার্লামেন্ট নির্বাচনের পর থেকে জোটে তিনবার মিত্র পরিবর্তন করেছেন। এ অবস্থায় তার দল জানিয়েছে, দাহাল পদত্যাগ করবেন না। তবে ৩০ দিনের মধ্যে পার্লামেন্টে আস্থা ভোটের মুখোমুখি হবেন।

অপরদিকে নেপালি কংগ্রেস পার্টির মুখপাত্র প্রকাশ শরণ মাহাত বলেন, ইউএমএল প্রধান কেপি শর্মা ওলি এবং নেপালি কংগ্রেসের সভাপতি শের বাহাদুর দেউবা ২০২৭ সালের নভেম্বরে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর পদ ভাগাভাগি করে নেবেন।

ভিক্ষাবৃত্তি: স্ফুরিত দয়া ও নিষ্ক্রিয় দায়

পাভেল আখতার

একটি মানুষ এসেছে ‘তাঁর কাছে’ সাহায্য চাইতে। সোজা কথায় বললে, ‘ভিক্ষাবৃত্তি’। ‘তিনি’ খুব নরম স্বরে মানুষটিকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার ঘরে কী আছে ?’ সে খুবই যৎসামান্য জিনিসের কথা বলল, যার মধ্যে একটি কুঠারও ছিল। ‘তিনি’ কুঠারটা ঘর থেকে নিয়ে আসতে বললেন। সে নিয়ে এল। তারপর ‘তিনি’ মানুষটিকে নিয়ে গেলেন শুকনো, মৃতপ্রায় কিছু গাছের কাছে। শুকনো ডালগুলি দেখিয়ে বললেন, ‘এগুলি জ্বালানির জন্য উপযুক্ত। কুঠার দিয়ে তুমি এসব সংগ্রহ করে বিক্রি করবে। এবং, এই জীবিকা অবলম্বন করে জীবনযাপন করবে।’ এর থেকে কী শিক্ষা পাওয়া যায় ? ‘ভিক্ষাবৃত্তি’ নয়, কর্মের মাধ্যমে ‘আত্মসম্মান’ বজায় রেখে জীবনযাপন করা। কিন্তু, আরেকটি অন্তর্নিহিত বিষয় সচরাচর এখানে খেয়াল করা হয় না। সেটা হ’ল, কোনও কিছুই ফেলে দেওয়ার নয়, এবং ‘অল্প কিছু’ দিয়েও ‘অনেক কিছু’ করা যায়, সর্বোপরি হতাশার নাম জীবন নয়। রবীন্দ্রনাথও লিখছেন, ‘অল্প লইয়া থাকি তাই, মোর যাহা যায় তাহা যায়..।’ বস্তুত, ‘অল্প’ কথাটা মোটেই ‘অল্প’ নয়। ব্যবহার করতে জানলে সেটাই ‘অধিক’ হয়ে ওঠে--নিষ্ঠা, সাধনা যদি তার ‘সঙ্গী’ হয়, ফাঁক ও ফাঁকি না থাকে। এসবই কেবল অনুসরণীয় ; ‘বিক্ষিপ্ত, অচল ও অকাজের ভাবনা’ না ভেবে।

উপরে আগন্তুক ও কুঠার নিয়ে যাঁর কথা বললাম ‘তিনি’ কে ? হযরত মহম্মদ (স)। একজন আদর্শ ‘শিক্ষক’। বস্তুত, আমরা দেখি, প্রত্যেক শুক্রবারে ভিখারির ঢল নামে। যারা ভিক্ষা করছে তারা তো জানেই না, যারা ভিক্ষা দিচ্ছে তারাও কি জানে ? না। তারা তো ভিক্ষা দিচ্ছে নেকি বা পুণ্যের আশায় ! অথচ, ভিক্ষা দেওয়া মানে ভিক্ষাবৃত্তিকে উৎসাহিত করা, যা উপরে বর্ণিত মহম্মদ (স)-এর শিক্ষার পরিপন্থী হওয়ায় তা মোটেই পুণ্যের কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে না। তাহলে করণীয় কী ? রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘উপকার করিব বলিলেই উপকার করা যায় না, উপকার করিবার অধিকার থাকা চাই।’ অর্থাৎ, যার ‘উপকার’ করা হচ্ছে, সে যেন বুঝতে না পারে যে, তাকে উপকারের নামে আসলে ‘করুণা’ বা ‘অনুগ্রহ’ করা হচ্ছে। অনেকেই ‘জীবে দয়া’র মহিমা কীর্তন করে থাকেন, কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলে দেখা যাবে যে, ‘দয়া’ নামক বস্তুটিতে দান ও গ্রহণের সূত্রে উচ্চ-নীচ বা বড়-ছোট’র পঙ্কিল স্পর্শ আছে, কোনও মহিমাই সেখানে নেই। উপরন্তু ‘দয়া’ মনুষ্যত্বের অপার মহিমাকেই কলুষিত করে। এর পরিবর্তে ‘দায়’ বা ‘দায়িত্ব’ মনুষ্যত্ব ও মানবতাকে মহিমান্বিত করে। অর্থাৎ, আর্ত-অসহায় বা বিপন্ন মানুষকে সহায়তা উৎসারিত হতে হবে হৃদয়ের গভীর তলদেশে বহমান ‘দায়িত্ববোধের প্রেরণা’ থেকে, যে ‘দায়িত্ববোধ’ মনে করিয়ে দেবে যে, সম্পাদিত উপকারটির মাধ্যমে গ্রহীতাকে নয়, আসলে নিজেকেই ‘ধন্য’ বা ‘কৃতার্থ’ করা হচ্ছে। তখনই সেই দানে ‘দয়ার আবিলতা’ অপসৃত হবে। দাতা-গ্রহীতার মধ্যে তখনই সব ব্যবধান মুছে যাবে। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ ‘উপকার করিবার অধিকার’ বলতে ঠিক এই ব্যাপারটাই চমৎকারভাবে বলতে চেয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হ’ল, আমাদের সামনে প্রায়শই যেসব সাহায্যপ্রার্থী এসে হাজির হয়, তাদেরকে আমরা কি ‘দায়িত্ববোধ’ থেকে সাহায্য করি ? না কি, আমাদের তাৎক্ষণিক ও যৎসামান্য সেই দানে মিশে থাকে শুধুই অঢেল ‘দয়া’ ? প্রথম কথাই হচ্ছে, একটি মানুষ এসে আমার কাছে তার হাত দুটো প্রসারিত করছে এবং হয়তো ‘দয়া’ই ভিক্ষা করছে---এর চেয়ে চরম লজ্জার বিষয় আর কিছু হতে পারে না ! আমি নিজেই যেখানে আমার জীবন, আমার অস্তিত্বের বিষয়ে সম্পূর্ণ ‘আত্মনির্ভরশীল’ নই, আমাকেও অনেকের উপর ও অনেক কিছুর উপর নির্ভর করতে হয়, এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতাই যখন চরম বাস্তবতা, তখন এক হিসেবে আমিও তো অভাবী ও অসহায়, অতএব করুণার পাত্র, তাহলে কিসের ‘অহংকারে’ অন্যকে ‘দয়া’ বা ‘করুণা’ করব ! কিন্তু, আমি যদি আমার ‘দায়িত্বের অনুভূতি’ সম্পর্কে সচেতন এবং তা পালনে সক্রিয় থাকতাম তাহলে তো আর ওই আগন্তুক অসহায় মানুষটি সসঙ্কোচে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ‘দয়াভিক্ষা’ করত না ! ওই মানুষটির পা দুটো ওঠার আগেই আমার পা দুটো ওঠার কথা ছিল ! কিন্তু আমি বসে রয়েছি পরম নিশ্চিন্তিতে বলেই তাকে বাধ্য হয়ে উঠতে হয়েছে ! এ ‘লজ্জা’ রাখার জায়গা নেই !

আমরা ‘মানুষের সমাজ’ নিয়ে কত-না ‘গর্ব’ করি ! একই সঙ্গে ‘লজ্জা’ ও ‘গর্ব’ কখনও সহাবস্থান করতে পারে না। ‘লজ্জার দিন’ অবসান হলেই কেবল পূর্ব দিগন্তে ‘গর্বের অরুণোদয়’ হতে পারে !

প্রথম নজর

হাথরস নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি জামাআতের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: উত্তর প্রদেশের হাথরসে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করল জামাআতে ইসলামী হিন্দ। সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশ্যে এক বিবৃতিতে জামাআতের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. সেলিম ইঞ্জিনিয়ার দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, ভিড়ের চাপে পদদলিত হয়ে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে। যাতে অন্তত ১৩০ জন পদপিষ্ট হয়ে নিহত হয়েছে। হতাহতদের অধিকাংশই মহিলা। এই হৃদয় বিদারক ঘটনায় জামাআতে ইসলামী হিন্দ গভীরভাবে দুঃখ ও শোক জ্ঞাপন করছে এবং নিহতদের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে। যদিও এই বিয়োগান্তক ঘটনায় শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোকে এই কঠিন সময়ে সান্ত্বনা জানানোর ভাষা আমাদের নেই।
রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, এমন মর্মস্পর্শী দুর্ঘটনার নেপথ্য কারণ বা রহস্য উদঘাটনে সরকারের উচিত পুরো ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করা। তাঁর কথায়, এক স্বঘোষিত ধর্মগুরুর আহ্বানে বহু মানুষের জমায়েত হয়েছিল। তাই সেখানে

আপৎকালীন দুর্ঘটনা এড়াতে বা নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কিনা, সেটা জানতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা খুবই জরুরি। পাশাপাশি এতবড় দুর্ঘটনার জন্য জেলা প্রশাসনের সার্বিক ব্যর্থতাকে দায়ী করে জামআত নেতা সেলিম সাহেব বলেন, এত মানুষের ভিড় সামলাতে আয়োজকদের উদাসীনতা এবং পুলিশ-প্রশাসনের গাফিলতি অনস্বীকার্য। এছাড়া প্রশাসনিক স্তরে ওই প্রোগ্রাম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ছিল না। ফলে আকস্মিক কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে কীভাবে আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায়, সে সম্পর্কে তারা অন্ধকারে ছিল। এসব কারণেই প্রশাসনের নাকের ডগায় এতবড় দুর্ঘটনা এবং অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল।

রায়দিঘি জেটি ঘাটের পাশে আবর্জনার স্তূপ থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, ক্ষোভ স্থানীয়দের

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● রায়দীঘি

আপনজন: সুন্দরবনের অন্যতম এক পর্যটন কেন্দ্র রায়দীঘির জেটি ঘাটের পাশে আবর্জনার স্তূপ। তা থেকে এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়াছে।হুশ নেই প্রশাসনের।ক্ষোভ স্থানীয়দের। সুন্দরবনের রায়দিঘির মণি নদী সংলগ্ন ১ নম্বর জেটিঘাটের কাছে এই পরিস্থিতিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত নিত্যযাত্রী সহ স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাঁদের অভিযোগ,সমগ্র রায়দীঘি বাজারের আবর্জনা ওই ঘাটের পাশে ফেলা হয়। আর তা পচে এই দুর্গন্ধের এই অবস্থা।আর এই বিষয়টি নিয়ে বার বার বাজার কমিটি আলোচনায় বসলেও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের।নদী-নালা ঘেরা সুন্দরবনের রায়দিঘি বাজার সংলগ্ন মণি নদীতে বহু প্রাচীন এই ঘাটটি রয়েছে। মথুরাপুর ২ নং ব্লকের ১২ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে নগেন্দ্রপুর,নন্দকুমারপুর, কঙ্কনদিঘি,রায়দিঘি ওকুমড়োপাড়া এই ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকার বাসিন্দাদের এই নদীপথই ভরসা।এছাড়া মৈপীঠ,কুলতলি, জয়নগর,পাথরপ্রতিমা সহ বিভিন্ন এলাকা ও দ্বীপের বাসিন্দারা ভুটভুটিতে করে এই ঘাটে নেমে রায়দিঘি বাজারে আসেন। সকাল

থেকে রাত অবধি এই জেটি ঘাটে যাত্রীরা ওঠানামা করেন।যাত্রীরা এ ব্যাপারে বলেন, রায়দীঘি বাজার সংলগ্ন এই ঘাটটি এত ব্যস্ত হলেও বেশ কয়েক বছর ধরে রায়দিঘি বাজারের প্রায় সমস্ত দোকানদার তাদের আবর্জনা জেটি ঘাটের পাশে ফেলতে শুরু করেছে। হাজারের বেশি দোকান নির্বিচারে আবর্জনা ফেলায় তা পচে গিয়ে দুর্গন্ধ বের হচছে।মৈপীঠ থেকে আসা এক যাত্রী বলেন, বিভিন্ন কাজে আমাকে রায়দীঘিতে আসতে হয় কিন্তু পচা গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে চলাফেরা করতে হয়। কেবল যাত্রীরাই নন, সুন্দরবনে বেড়াতে আসা পর্যটকেরাও এই ঘাট দিয়ে নদী পথে রওনা হন। কৃষিপ্রধান এলাকার মানুষজন আনাজ নিয়ে রায়দিঘি বাজারে বিক্রির জন্য আনেন এই ঘাট দিয়ে।ঘাটলাগোয়া ধানের পাইকারি বাজারে চাষিরা ধান নিয়ে আসেন। এখন ইলিশের মরসুম চলছে। সমুদ্র থেকে মাছ ধরে ফেরা বহু ট্রলার ওই ঘাটের পাশে দাঁড়ায়। বহু মৎস্যজীবীদের সারা রাত ঘাটের পাশে থাকতেহয়। আর এই দুর্গন্ধে তিতিবিরক্ত মৎস্য জীবীরাও।স্থানীয়দের অভিযোগ, এই ঘাটের পাশে আবর্জনাফেলতে বারণ করা হলেও কেউ কথাশোনে না। রাতের অন্ধকারেও অনেকে নানা পচা জিনিস ফেলে যান বলে অভিযোগ।রায়দিঘি বাজারের ব্যবসায়ীদের দাবি, নোংরা ফেলার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় ভ্যাট তৈরি করার কথা হয়েছিল। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা হয়নি।ঘাটের পাশে থাকা শৌচালয়টি ও বেহাল।শৌচালয়ের পাইপ লাইনের জলের সংযোগ না থাকায় ঘাটে ঢোকার মুখেই দুর্গন্ধে শরীর খারাপ হবার জোগাড় হয়। ঘাটের পাশে একমাত্র পানীয় জলের নলকূপটিও কার্যত অকেজো। প্রায়ই নোনা, দুর্গন্ধ জল বেরোয়। সব মিলিয়ে সব দিক থেকে ঘাটটি বেহাল বলে ক্ষোভ স্থানীয়দের।এ ব্যাপারে রায়দিঘি বাজার ব্যবসায়ী সমিতি সূত্রে জানা গেল, নির্দিষ্ট আবর্জনা ফেলার কোনও ভ্যাট না থাকায় সমস্যা তৈরি হয়েছে এখানে।এ ব্যাপারে রায়দিঘির বিধায়ক ডা: অলক জলদাতা বলেন,মানুষের সমস্যা হচ্ছে বুঝতে পারছি।দুর্গন্ধে স্থানীয় মানুষদের সমস্যা হচ্ছে জানি।এই রায়দীঘির মণি নদী লাগোয়া এলাকায় সরকারি জমি থাকলেও তাতে ভ্যাট করা যাচ্ছে না। কারণ, ভ্যাট থেকে নদীর জলে দূষণ তৈরি হবে। তাই রায়দীঘি বাজারের কাছেই কুমড়ো পাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জমির খোঁজ চলছে। জমি পেলেই দ্রুত ভ্যাট সহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

তিস্তা ব্যারেজ থেকে ছাড়া হল জল, সর্তকতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: তিস্তা নদীর জল বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইতে শুরু করেছে। সর্তকতা জারি হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী অনবরত বৃষ্টি হচ্ছে জলপাইগুড়িতে। সতর্কতা জারি।শুক্রবার সকাল থেকে মেঘলা আকাশ সাথে বইছে হাওয়া। সকাল থেকেই বৃষ্টি। বৃষ্টি হওয়ার কারণে সপ্তাহে শেষের দিকেও সাধারণ জনজীবন বিপন্ন।চিন্তা বাড়াচ্ছে উত্তরে।
জলপাইগুড়ি গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া হয়েছে।তিস্তা এবং জেলার অন্যান্য নদীর জল বাড়ছে।উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় শুক্রবার সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে। তিস্তা সহ একাধিক নদীর জল বাড়ছে। আজও তিস্তায় মেখলিগঞ্জ বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত অসংরক্ষিত এলাকায় জারি রয়েছে লাল সর্তকতা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রথযাত্রা উৎসব নিয়ে বৈঠক জয়নগর থানার

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর থানার পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে রথযাত্রাকে সামনে রেখে শুক্রবার জয়নগর থানা এলাকার বিভিন্ন রথযাত্রা উৎসব কমিটির সদস্যদের নিয়ে জয়নগর আমন্ত্রণ কমপ্লেক্সে একটি প্রশাসনিক বৈঠক হয়ে গেল।এদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল, জয়নগর থানার এস আই উওম ঘোষ, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল,জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক প্রতিনিধি তথা সমাজসেবী তুহীন বিশ্বাস সহ আরো অনেকে।এবারের রথযাত্রায় যানজট নিয়ন্ত্রণ সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা করা হয় এদিন।জয়নগর থানা এলাকার বিভিন্ন রথযাত্রা উৎসব কমিটির সদস্যরা তাদের রথযাত্রা নিয়ে নানা ধরনের খুটিনাটি তথ্য তুলে ধরলেন।আর এদিন জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল এই উৎসবে সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে উৎসবকে উৎসব মুখর করে তোলার আহবান জানালেন।
জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল জয়নগর থানার এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সমাজসেবী তুহীন বিশ্বাস বলেন, জয়নগর থানা যে ভাবে প্রতিটা উৎসবে আমাদের পাশে থেকে কাজ করে চলেছে তা প্রশংসনীয়। জয়নগর থানার আই সির কথামতো অন্য উৎসবের মতন এই উৎসবেও রাস্তায় থেকে মানুষের সহায়তা করবো আমরা এবং উৎসবকে উৎসব মুখর করে তুলবো।জয়নগর থানা এলাকায় ২৯ টি রথ ও রথের মেলা বসে। সে গুলোতে যাতে কোনো রকমের অসুবিধা না হয় সে দিকে প্রশাসন নজর রাখবে বলেও এদিন জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল জানালেন।

সবুজায়নের বার্তা দিতে সাইকেলে সাইবেরিয়ায় পাড়ি বাংলার যুবকের

বাবলু প্রামানিক ● বারুইপুর

আপনজন: শুক্রবার সকালেই কলকাতা বিমানবন্দর থেকে তিনি রাশিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পৃথিবী জুড়ে গাছ লাগানোর বার্তা দিতে ইতিমধ্যে ২০টি দেশে সাইকেল নিয়ে ভ্রমণ করেছেন তিনি। বিশ্ব জুড়েই বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, স্কুল, কলেজ, কালচারাল অর্গানাইজেশান, স্পোর্টস ক্লাব ও পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে গাছ লাগানোর বার্তা গিয়েছেন। দেশে তো বটেই বিদেশেও এই কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। এই লক্ষ্যে সাইকেল নিয়েই সফলভাবে কিলিমাঞ্জারো অভিযানও করেছেন তিনি।জীবনে অন্তত একটা গাছ লাগান, তার পরিচর্যা করুন ও তাকে বড় করে তুলুন। রাশিয়ার সেন্টপিটার্সবার্গ থেকে তিনি তার যাত্রা শুরু করবেন। সাইকেল চালিয়ে রাশিয়ার রাজধানী মস্কো হয়ে কাজাকিস্তান, মঙ্গোলিয়া, হয়ে জাপানো পৌঁছাবেন। টোকিও থেকে আবার তিনি দেশে ফিরে আসবেন। মোট ৯০ দিনের তার এই সফর। তার যে লক্ষ্য বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মানুষকে জড়ো করে ডেমোস্টেশানের মাধ্যমে সেই বার্তা ছড়িয়ে দেন তিনি। ২০১১ সালে বাংলাদেশ দিয়ে শুরু হয় তার এই সফর। সোনারপুর আরোহীর সদস্যদের সাথে নিয়ে তিনি প্রথম অভিযান শুরু করেন। বীরভূমের সিউড়িতে তার বসবাস। এখানে থাকলে চাষবাস করেন। রোজ যা খান তা তার নিজেরই উৎপন্ন করা। কার্যত সিদ্ধ খাবার খেয়েই কাটে তার জীবন। জৈব পদ্ধতিতে চাষ করে উদ্বৃত্ত ফসল তিনি বিক্রি করে দেন। যে টাকা তিনি পান তা দিয়ে সবুজায়নের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি গাছ লাগান নানান জায়গা জুড়ে। বনদপ্তরের সহযোগিতায় বিভিন্ন জায়গা জুড়ে নানান প্রাণী উদ্ধারের কাজেও যুক্ত থাকেন তিনি।

টিকিট কাউন্টারে রেলকর্মীর টয়লেট যাওয়ার বিরতির বিজ্ঞপ্তি ভাইরাল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: "বাথরুমে যাচ্ছি আর কোন লোক নেই ধৈর্য ধরে দাঁড়ান এসে টিকিট দিচ্ছি"সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টার ঘোরাফেরা করছে দিন দুয়েক ধরে।খোঁজ নিয়ে জানা গেছে নদীয়ার শিয়ালদা কৃষ্ণনগর রুটের চাকদহ স্টেশনের একটি টিকিট কাউন্টারে ঘটনা এটি। কর্মী অভাবের ফলেই এই পোস্টটা লাগানো হয়েছিল টিকিট কাউন্টারে।কৃষ্ণনগর থেকে শিয়ালদা যাওয়ার ট্রেনের রুটে চাকদহ স্টেশন অত্যন্ত জনবহুল ও জনপ্রিয় একটি স্টেশন হিসেবে পরিচিত।প্রতিদিন বিশেষ করে অফিস টাইমে হাজার হাজার লোক যাতায়াত করেন এই স্টেশন থেকে। অনলাইন সুবিধা থাকার পরেও আজও অনেকের স্মার্টফোন এবং ডেবিট কার্ড না থাকায় আজও স্টেশনের টিকিট কাউন্টারে পরে লম্বা লাইন। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ চাকদহ স্টেশনের টিকিট কাউন্টারে মাঝেমধ্যেই আজকাল এই পোস্টার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তার কারণ পর্যাপ্ত পরিমাণে কর্মী না থাকার কারণে অসহায় রেলকর্মীরা।কর্মী সঙ্কটের কারণে কখনো কখনো বাড়তি সময় ডিউটি

করতে হচ্ছে তাদের। এমনকি তারা বাথরুমে যাওয়ার পর্যন্ত সময় পাচ্ছে না তারা,আর সেই কারণেই প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে রীতিমতো বাধ্য হয়ে টিকিট কাউন্টারের জালানায় পোস্টার লাগিয়ে তারপর প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাচ্ছেন তারা।পূর্ব রেল সূত্রে খবর গত সোমবার দুপুরে শিয়ালদহ মেন শাখার চাকদহ টিকিট কাউন্টার কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যান রেল কর্মী।টিকিটের জন্য লাইনে দাঁড়ানো যাত্রীদের উদ্দেশ্যে একটি বার্তা লিখে রেখে দিয়ে যান কাউন্টারের সামনে। কিন্তু অপেক্ষারত যাত্রীদের প্রশ্ন,, কেন রেল দপ্তরে বাড়তি কর্মী নেই? এই অভিযোগ তুলে শুরু হয় বিক্ষোভ। অনেকেই ওই পিচবোর্ডে লেখার ছবি তুলে ছড়িয়ে দেন সোশ্যাল মিডিয়ায় যা বর্তমানে ভাইরাল!
তবে ওই ছবিটি এতটাই জনপ্রিয় হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে ট্রোল করার জন্য বিভিন্ন স্টেশনের বলে পোস্ট করে জনপ্রিয়তা লাভ করার চেষ্টা করছে অনেকেই অনেকেই এর তীব্র কটাক্ষও করেছে। স্থানীয় বাসিন্দা প্রসেনজিৎ দে বলেন, নিত্যযাত্রীদের মতামতে। তারা অবশ্য এর পেছনে খারাপ কিছু দেখছেন না বরং ওই রেল কর্মীর সততার এবং মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন বলেই মনে করছেন তারা।

ক্রেতাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে উদ্যোগ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: ক্রেতাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বিশেষ উদ্যোগ ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের। 'ক্রেতা সুরক্ষা আইন'-এ ক্রেতাদের যে সমস্ত অধিকারের কথা বলা হয়েছে সেই সমস্ত অধিকারের বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে এদিন জেলা প্রশাসনিক ভবন থেকে একটি ট্যাবলোর উদ্বোধন করা হয়। এই ট্যাবলোটি আগামী কয়েক দিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে বিভিন্ন ব্লক ও পৌরসভা এলাকাগুলিতে প্রচার চালাবে বলেই জানা গিয়েছে। মূলত ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে উপভোক্তারা কোন কারণে প্রতারিত হলে কিভাবে আইনি সহায়তা পেতে পারেন সেই সমস্ত বিষয়ে জন সমাজে প্রচারের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা চালানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তরফে।
এবিষয়ে দক্ষিন দিনাজপুর জেলা ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের নোডাল অফিসার কৌশিক পাল বলেন, 'ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের তরফে দশ দিনব্যাপী একটি বিশেষ সচেতনতামূলক অভিযান শুরু করা হয়েছে। মূলত ক্রেতারা কোন কিছু ক্রয় করবার সময় কোন কোন বিষয়ে সজাগ থাকবেন সেই সমস্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করবার জন্য এই প্রচার অভিযান চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি ক্রেতাদের কোন কোন অধিকার রয়েছে সেই সমস্ত বিষয় গুলিকেও আমরা এই প্রচার অভিযানের মাধ্যমে তুলে ধরছি।

জলঙ্গিতে অটো উল্টে আহত কমপক্ষে ৬

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: জুম্মার নামাজ পড়তে বেরিয়ে অটোর তলায় পড়ে গুরুতর আহত এক, আহত একাধিক অটো যাত্রী।
ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার জুম্মার নামাজের সময় মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী থানার ফরিদপুর অঞ্চলের ফরিদপুর ভিটেপাড়া জুম্মা মসজিদের সামনে।
স্থানীয় সূত্রে জানাযায় মারুতি ও অটো দুটো গাড়ি খয়রামারির দিক থেকে ভাদুরিয়াপাড়ার দিকে আসছিল তখন অটো কে মারুতি গাড়ি ওভারটেক করতে গিয়ে মারুতির ধাক্কায় অটো উল্টিয়ে যায় রাস্তার ধারে তখন জুম্মার নামাজ পড়ে আসছিলেন বয়স ৫৫ এর ফড়ু সেখ ,আর তার উপর উল্টিয়ে যায় অটো ঘটনায় সহ অটো যাত্রীরা আহত হয় ফড়ু শেখ বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়।যদিও দুর্ঘটনার শব্দ শুনে মসজিদ থেকে ছুটে আসেন নামাজিরা নামাজী সহ স্থানীয়রা তড়িঘড়ি আহতদের উদ্ধার করে ডোমকল মহকুমা হাসপাতালে পাঠালে ফড়ুর অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসক মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় ।বাকিদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসারত বলে জানাজায়।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জলঙ্গী থানার পুলিশ পুলিশ এসে ঘাতক অটো গাড়ি আটক করে নিয়ে যায় থানায় যদিও মারুতি গাড়ি পালিয়ে যায়,মারুতি গাড়ির খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

শিশু সহ তিনজনকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন:রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় তিনজনকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ, আগুনো ঝলসে মৃত্যু হলো মা ও ছেলের, হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন বাবা রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় তিনজনকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ। ঘটনায় মৃত্যু হলো মা ও ছোটো ছেলের। বর্ধমানে একটি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন বাবা। নৃশংস ঘটনাটি ঘটেছে বোলপুর থানার রায়পুর সুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন গীত গ্রামে। অভিযোগ,ওই গ্রামে বৃহস্পতিবার রাতে খাওয়াদাওয়া করে এক তলা বাড়িতে জানলা খুলে ছোটো ছেলে আয়ান শেখ (৪) ও স্ত্রী রুপা বিবি (৩০) কে নিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন সেখ তুতা (৩৮)। আর এই সুযোগকে

কাজে লাগিয়ে অভিযোগ,কেউ বা কারা জানলা দিয়ে কেরোসিন তেল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে পালায়। তাদের চিৎকারে চেঁচামেচিতে উঠে আসে পাশের রুমে শুয়ে থাকা তাদের বড় ছেলে শেখ রাজ। তার চেঁচামেচিতে উঠে আসে গ্রামের লোকজন। ততক্ষণে তিনজনেই আগুনে ঝলসে গেছে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। তিনজনকে বর্ধমান হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে ছোটো ছেলে আয়ান এর মৃত্যু ঘটে। ঠিক তার পড়ে মায়ের মৃত্যু হয়।

কাবিলপুরের রাস্তা পরিদর্শনে সাংসদ খলিলুর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সাগরদিঘী

আপনজন: সাগরদিঘির কাবিলপুরের রাস্তা দীর্ঘদিন থেকে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকার জন্য। লাগাতার বিক্ষোভ করে চলেছেন কাবিলপুর অঞ্চলের বাসিন্দারা। যার জেরে শুক্রবার সকাল ১০ টার সময় বালিয়া থেকে টিকটিকি পাড়া মোড় পর্যন্ত প্রায় ৮ কিমি রাস্তা পরিদর্শন করলেন জঙ্গিপুর লোকসভার সাংসদ খলিলুর রহমান, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা সহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষরা ।
রাস্তা পরিদর্শন করার সময় সাংসদ খলিলুর রহমানকে, কাবিলপুরের রাস্তা পি ডব্লিউ ডি এর আওতায় নিয়ে আসার দাবি তোলেন কাবিলপুরবাসী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের সময় খলিলুর রহমান কাবিলপুর বটতলা মোড়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েন। সেই সময় তিনি বলেছিলেন নির্বাচিত হয়ে আমার প্রথম কাজ হবে কাবিলপুরের রাস্তা করা। অবশেষে তিনি রাস্তা পরিদর্শনে এলেন। *ছবি: রহমতুল্লাহ*

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়কার বোমা ফাটানো হল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঝাড়গ্রাম

আপনজন: শেষমেষ এক সপ্তাহের মাথায় চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নষ্ট করা হল ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ১ ব্লকের ভুলনপুর গ্রামে চাষের জমি থেকে উদ্ধার হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্যবহৃত বোমা। শুক্রবার ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ ও গোপীবল্লভপুর থানার আধিকারিক এবং বোম্ব স্কোয়াড এর উপস্থিতিতে এয়ারফোর্সের পক্ষ থেকে ফাটানো হয় বোমাটি।ভুলনপুরে গ্রামে নদী তীরবর্তী একটি বড় আকারের এলাকা বালির বস্তা দিয়ে ঘিরে বোমাটি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।এদিন বোম্ব স্কোয়াড ও এয়ারফোর্সের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও গোপীবল্লভপুর পারভেজ সারফারাজ ,গোপী বল্লভপুর থানার আইসি কার্তিক চন্দ্র রায়,সাব ইন্সপেক্টর সন্দিপ সিংহ,গোপীবল্লভপুর ১ ব্লকের বিডিও শ্যামসুন্দর মিশ্র সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা।বোমাটি ফাটানোর সময় বিকট শব্দে কেঁপে উঠে পুরো এলাকা।

জনসচেতনতায় মাইকিং পুলিশ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাগনানা

আপনজন: শুক্রবার হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশ প্রশাসনের নির্দেশ মোতাবেক এবং বাগনান থানার দায়িত্ব প্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক ত্রিগুণা রায়ের তত্বধানে বাগনান থানা এলাকার নাগরিকদের উদ্দেশ্যে বাগনান থানার বিভিন্ন জায়গাতে সচেতনতামূলক বিশেষ মাইকিং প্রচার করা হল।এদিন মাইকিং প্রচারে এলাকায় ছেলে ধরা,চোর, পকেটমার সন্দেহে কোন ব্যক্তির উপর গণপিটুনি অথবা শারীরিক অত্যাচার বিষয়ে আইনি অপরাধের কথা ঘোষণা করা হয়। এমনকি সন্দেহভাজন কাউকে দেখলে তৎক্ষণাৎ বাগনান থানায় জানানোর কথা বলা হয়। নাবালিকা বিবাহের কোন সংবাদ জানতে পারলে বাগনান থানায় জানানোর কথা বলা হয়। পাশাপাশি মহিলা ও শিশু সুরক্ষায় সকল সচেতন নাগরিকদের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করার কথা বলা হয়। এছাড়াও গ্রাম্য সালিশি অথবা বিচার সভা থেকে দূরে থাকার কথা বলা হয়।

গ্রামীণ 'চিকিৎসকদের' অধিবেশন গোঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: বুধবার দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আরামবাগের অনতিদূরে গোঘাট দমদমা কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হল হুগলী জেলা রুরাল মেডিকেল প্রাক্টিসনার্স এসোসিয়েশনের ৮ম বর্ষ অধিবেশন। মূলতঃ আরএমপিএ'র নিবেদিতপ্রাণ প্রয়াতা ধাত্রীমা নির্মলা শাসমলের ৮ম স্মরণসভাকে সামনে রেখে আয়োজিত এদিনের অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ব্লক,জেলা ও রাজ্যস্তরের বিকল্প মেডিকেল শিক্ষা পাঠক্রমের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, চিকিৎসক এবং সংগঠনের বিভিন্ন সদস্যরা সমবেত হয়েছিলেন । সংগঠনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব গোপাল সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলী জেলা ব্লক কমিটির সভাপতি ডা: স্বপন কুমার জানা, সম্পাদক ডা: সাইফুল ইসলাম, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি আনন্দ মন্ডল, সহ সভাপতি বিশমত আলী, মনোরঞ্জন রায় এবং বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কলকাতার সাহিত্যিক সেখ আব্দুল মান্নান।ব্যায়বহুল চলমান চিকিৎসা পদ্ধতির পাশাপাশি কি করে গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত এলাকার প্রান্তিক মানুষদের কম খরচে রুরাল মেডিকেল প্রাক্টিসনার্স এসোসিয়েশনের তরফে সঠিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা যায় সে ব্যাপারে গঠনমূলক আলোচনা করেন ডা: স্বপন কুমার জানা। এছাড়াও প্রয়াতা নির্মলা শাসমলের উদার মানসিকতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেন গৌরমোহন মাঝি, তপতী শাসমল, প্রিয়ঙ্কা বাউড়ি।
বিকাশ জানা ও প্রবীণ ভট্টাচার্যের পরিবেশিত দ্বৈত সংগীত দিয়ে সূচনা হওয়া অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বিশ্বজিৎ শাসমল। এদিন অনুষ্ঠানে সংগঠনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সদস্যদের মধ্যে থেকে একগুচ্ছ গান,কবিতা,শ্রুতি নাটক, নৃত্য পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করেন।

২০২৪ কোপা আমেরিকা

আবার ‘অতিমানব’ মার্তিনেজ, টাইব্রেকারে ইকুয়েডরকে হারিয়ে সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনা

আপনজন ডেস্ক: আর্জেন্টিনা ১-১ ইকুয়েডর (নির্ধারিত সময়)
আর্জেন্টিনা ৪-২ ইকুয়েডর (টাইব্রেকার)
আর্জেন্টিনা এমন কিছু হয়তো ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি।
ম্যাচের ৩৫ মিনিটে পাওয়া গোলে এগিয়ে ছিল কোপা আমেরিকার বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। যোগ করা সময়ের ২ মিনিটে এসে সেই গোল শোধ হয়ে যাবে কে ভেবেছে! একদম বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই সমতাসূচক গোলটি করে ইকুয়েডর। ফ্রি-কিক থেকে উইঙ্গার জন ইয়েবোয়া বলটা বক্সের ভেতর ফেলেছিলেন। ফরোয়ার্ড কেভিন রদ্রিগেজের কুশলী হেড দূরের পোস্ট দিয়ে জড়ায় জালে। প্রায় হেরে বসা ম্যাচে ১-১ গোলে সমতায় ফিরে ইকুয়েডরের খেলোয়াড়দের উল্লাস তখন দেখে কে! কোপা আমেরিকায় ফাইনাল ছাড়া নকআউট পর্বের কোনো ম্যাচেই অতিরিক্ত সময় নেই।
নির্ধারিত সময়ে ১-১ গোলে শেষ হওয়ায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। আর্জেন্টিনার হয়ে টাইব্রেকারে প্রথম শটই মিস করেন লিওনেল মেসি। ‘পানেনকা’ শট নিয়ে বল ক্রসবারে মারেন তিনি। হতাশ মেসিকে এসে জড়িয়ে ধরেন ইকুয়েডর গোলকিপার আলেক্সান্দার ডমিনিগুয়েজ। আর্জেন্টিনার গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ অবশ্য ‘চাপ’ দীর্ঘায়িত হতে দেননি। ইকুয়েডরের প্রথম শটটি ঠেকিয়ে দেন তিনি। এরপর দ্বিতীয় শটটিও ঠেকিয়ে টাইব্রেকারে আবারও ‘অতিমানব’ হয়ে ওঠেন মার্তিনেজ। ইকুয়েডরের হয়ে প্রথম দুটি শট নেওয়া অ্যাঞ্জেল মেনা ও অ্যালান মিন্দার শট ঠেকান মার্তিনেজ। মেসির পর আর্জেন্টিনার আর কেউ পেনাল্টি মিস না করলে শেষ পর্যন্ত ৪-২ গোলের জয়ে সেমিফাইনালে উঠে যায় আর্জেন্টিনা। অন্য কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ভেনেজুয়েলা ও কানাডার মধ্যে জয়ী দলের বিপক্ষে সেমিফাইনালে মাঠে নামবে লিওনেল স্কালোনির দল।
হিউস্টনের এনআরজি স্টেডিয়ামে কোপা আমেরিকার এই কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে প্রথমার্ধে আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে দিয়েছিলেন সেন্টার-ব্যাক লিসান্দ্রো মার্তিনেজ। মেসির কর্নার থেকে হেড করে বলটি বাঁ প্রান্তের পোস্টে পাঠান ম্যাক অ্যালিস্টার। সেখানে সুবিধাজনক অবস্থানে দাঁড়ানো মার্তিনেজ হেডে গোলটি করেন। তবে যোগ করা সময়ের আগেই ম্যাচে সমতায় ফেরার সুযোগ পেয়েছিল ইকুয়েডর। ৬১ মিনিটে নিজেদের বক্সে হ্যান্ডবল করে বসেন আর্জেন্টিনার মিডফিল্ডার রদ্রিগো দি পল। পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। স্পটকিক থেকে ইকুয়েডর অধিনায়ক এনার ভ্যালেন্সিয়া বল মারেন পোস্টে! ফিরতি বলে লেফট ব্যাক পিয়েরো হিনকাপিও বল মারেন সাইড নেটে। সমতায় ফেরার সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হয় ইকুয়েডরের।
শুধু কী তাই, যোগ করা সময়ে সমতায় ফেরার পর জেতার সুযোগও পেয়েছে ইকুয়েডর। সেটি যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে (৭ মিনিট)।
মিন্দার ক্রস থেকে আর্জেন্টিনার বক্সে ফ্রি হেডের সুযোগ পেয়েছিলেন স্ট্রাইকার জর্দি কাইসেদো। এই সুযোগটা তিনি কাজে লাগাতে পারেননি। একদম অরক্ষিত অবস্থায় থেকেও হেডে বল পোস্টের বাইরে মারেন।

আর্জেন্টিনার খেলা উপভোগ করেননি স্কালোনি

আপনজন ডেস্ক: টাইব্রেকারে এমিলিয়ানো মার্তিনেজের কৃতিত্বে ইকুয়েডরকে হারিয়ে কোপা আমেরিকার সেমিফাইনালে উঠেছে আর্জেন্টিনা। কোপা আমেরিকার শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে শেষ চারে উঠতে পেরে স্বভাবতই খুশি লিওনেল স্কালোনি। তবে দলের খেলা উপভোগ্য ছিল না বলে মন্তব্য করেছেন আর্জেন্টিনা কোচ। চোট থেকে ফেরা লিওনেল মেসিও আজ নিজের মান অনুযায়ী খেলতে পারেননি। টাইব্রেকারে শটও মিস করেছেন। ম্যাচ উপভোগ না করা স্কালোনি মেসির পারফরম্যান্স নিয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য করতে চাননি। ইকুয়েডরের বিপক্ষে প্রথমার্ধে লিসান্দ্রো মার্তিনেজের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আর্জেন্টিনা। শেষ পর্যন্ত ওই এক গোল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাদের। ম্যাচের যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে ইকুয়েডর সমতা ফিরিয়ে খেলা জমিয়ে তোলে। পুরো ম্যাচে আর্জেন্টিনা শট নিয়েছে আটটি, ইকুয়েডর নয়টি। লক্ষ্যে শট দুই দলের সমান দুটি করে। পরে টাইব্রেকারে ফল নিজেদের পক্ষে এলেও আর্জেন্টিনা কোচ নিজেদের খেলায় তৃপ্ত নন, ‘ম্যাচটা আমি উপভোগ করিনি। এ ধরনের জয় উপভোগ্য হয় না। আমার কাছে ভালো লাগেনি।’ তবে কোচের মনমতো খেলা না হলেও টাইব্রেকারে ৪-২ ব্যবধানের যে ফল এসেছে, তাতে সন্তুষ্টি আছে স্কালোনির, ‘দল সেমিফাইনালে উঠেছে, এদিক থেকে আমি সন্তুষ্ট।

কলকাতা প্রিমিয়ার লিগে কালীঘাট মিলন সংঘের কাছে ২-১ গোলে হারল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

শিরোপা উদ্‌যাপনে বুমরাকে আলাদা করে বাহবা দিলেন কোহলি

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচগুলোয় বারবার ভারতকে ফিরিয়ে আনার জন্য যশপ্রীত বুমরাকে আলাদা করে বাহবা দিয়েছেন বিরাট কোহলি। ভারতের সাবেক অধিনায়কের মতে, আরও অনেকের মতো তিনিও ভেবেছিলেন, এবারও ফাইনালটি হাত থেকে ছুটে যাচ্ছে তাঁদের। ভারতে ফিরে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কথাগুলো বলেন কোহলি। ঘূর্ণিঝড় বেরিলে ব্রিজটাউনে আটকে থাকার পর গতকাল ভারত ফিরে যায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের এবারের আসরের চ্যাম্পিয়ন দল। দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের পর কোহলিরা যান মুম্বাইয়ে। ছাদখোলা বাসে শহরের একটি অংশ প্রদক্ষিণের পর তাঁরা যান ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। সেখানে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় বুমরাকে আলাদা করে কৃতিত্ব দেন কোহলি। ৮ ইনিংসে মাত্র ৮.২৬ গড় ও ৪.১৭ ইকোনমি রেটে বোলিং করে বুমরা নেন ১৫ উইকেট। এ পেসারকে নিয়ে কোহলি বলেন, ‘এ স্টেডিয়ামের সবার মতো আমরাও একটা পর্যায়ে ভেবেছিলাম, এটি (ফাইনাল) আবারও ছুটে যাচ্ছে। তবে (শেষ) পাঁচ ওভারে যা ঘটেছে, সেটি সত্যিই বিশেষ কিছু।’ হাইনরিখ ক্লাসেন ও ডেভিড মিলারের ব্যাটে ওই সময় বার্বাডোজের ফাইনালে ছুটছিল দক্ষিণ আফ্রিকা, শেষ ৫ ওভারে তাঁদের প্রয়োজন ছিল মাত্র ৩০ রান। ১৬তম ওভারে নিজের তৃতীয়টি করতে এসে বুমরা দেন মাত্র ৪ রান। পরের ওভারে হার্দিক পান্ডিয়ার বলে ক্লাসেন আউট হওয়ার পর ১৮তম ওভারে বুমরা দেন মাত্র ২, নেন মার্কো ইয়ানসেনের উইকেটও। অর্শদীপ সিং ও হার্দিক পান্ডিয়ার দারুণ বোলিংয়ে এরপর মুঠো থেকে প্রায় বেরিয়ে যাওয়া ম্যাচে দারুণ জয় পায় ভারত। তাতে কাটে কোনো বৈশ্বিক ট্রফি জয়ের ১১ বছরের অপেক্ষাও। কোহলি ওয়াংখেড়েতে বলেন, ‘আমি আসলে সবাইকে বলব, এ টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলোয় বারবার এবং বারবার আমাদের ফিরিয়ে আনার জন্য একজনকে বাহবা দিতে। (ফাইনালে) শেষ ৫ ওভারের দুটিতে বোলিং করে যা করেছে, সেটি দুর্দান্ত ছিল। যশপ্রীত বুমরার জন্য দয়া করে জোরে একটি হাততালি হোক।’
২০১১ সালে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামেই শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ট্রফি জিতেছিল ভারত। সে ম্যাচে খেলা কোহলি বলেছেন, তখন কেন সিনিয়র ক্রিকেটাররা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন, সেটি তিনি বোঝেননি। তবে এখন সেটি বুঝতে পারছেন। এবারের উদ্‌যাপনের দিনটিও তিনি ভুলবেন না বলে জানিয়েছেন কোহলি, ‘স্টেডিয়ামে যাঁরাই এসেছেন, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আজ রাস্তায় যা দেখেছি, সেটি জীবনেও ভুলব না।’
২০১১ সালে না খেললেও ভারতের এবারের অধিনায়ক রোহিত শর্মা ২০০৭ সালে প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য ছিলেন। তবে রোহিতকে এবারের ফাইনালের দিনের মতো আবেগপ্রবণ কখনো দেখেননি বলেও জানান কোহলি, ‘আমি জানি না, ইন্টারনেট (দুজনের ছবি দেখে) ভেঙে গেছে কি না, কিন্তু ১৫ বছর একসঙ্গে খেলার পর এই প্রথম আমি রোহিতকে মাঠে এতটা আবেগপ্রবণ দেখেছি। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় আমি কাঁদছিলাম, সে কাঁদছিল। এরপর আমরা আলিঙ্গন করলাম। আমার কাছে ওই দিনের বিশেষ স্মৃতি হিসেবে থাকবে এটি।’
আর অধিনায়ক রোহিত বলেছেন, ভারতের দীর্ঘ অপেক্ষা ফুরোনোর পর তিনি স্বস্তি পেয়েছেন, ‘এ দেশে বিশ্বকাপ আনা আসলে আমাদের কাছে অনেক বড় ব্যাপার। যাঁরা সমর্থন দেন ও দেখেন, এটি তাঁদের জন্য। আর আমাদের সবার মতো শেষ ১১ বছরে তাঁরাও ট্রফি ফিরে আসার অপেক্ষা করছিলেন। অবশেষে এসেছে এটি। আমি অনেক খুশি ও নির্ভার এখন।’

বিশ্বকাপ-ভরাডুবির পর ঝুলে আছে বাবরদের ভাগ্য

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের সীমিত ওভারের অধিনায়ক বাবর আজম ও নির্বাচক কমিটির ভাগ্য ঝুলে আছে এখনো। তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আরেকটি ধাপ এগিয়েছে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।
ইএসপিএনক্রিকইনফোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দলের পারফরম্যান্সের প্রতিবেদন বোর্ডে জমা দিয়েছেন প্রধান কোচ গ্যারি কারস্টেন ও নির্বাচক ওয়াহাব রিয়াজ। যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের কাছে হেরে কার্যত তিন ম্যাচ পরই এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম পর্ব থেকেই বিদায় নিশ্চিত হয় পাকিস্তানের। বিশ্বকাপ-ভরাডুবির পর ব্যাপক রদবদল সাধারণত পাকিস্তান ক্রিকেটে নিয়মিত ঘটনা। এবারও ‘সার্জারি’ দরকার, এমন কথা উল্লেখ করেন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। তবে জানা গেছে, বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এবার সময় নিতে চায় পিসিবি। পাকিস্তান এবারের বিশ্বকাপে গিয়েছিল বড় রদবদলের পরই। সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর পিসিবির চাপে নেতৃত্ব ছাড়া বাবর আজমকে আবার সাদা বলের অধিনায়ক হিসেবে ফিরিয়ে আনা হয়। এক সিরিজ পরই টি-টোয়েন্টি অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় শাহিন শাহ আফ্রিদিকে। আফ্রিদিকে সরিয়ে বাবরকে ফেরানোর সিদ্ধান্ত মূলত নাকভিরই ছিল। বিশ্বকাপের আগে প্রধান কোচ হিসেবে কারস্টেনকেও আনা হয়। ক্রিকইনফোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, অধিনায়কত্বে পরিবর্তন আনার ব্যাপারটি একেবারে নাকচ করে দিচ্ছে না পিসিবি। আবার বাবরকে রাখার ব্যাপারটিও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। মূলত বাবরকে সরিয়ে দিলে কে অধিনায়কত্ব করবেন, এমন জুতসই কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।
রিজওয়ানরা, অভিযোগ শেহজাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ভরাডুবির পর দেশটিতে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়েছে। বাবরের অধীনে রক্ষণাত্মক ক্রিকেটে খেলেছে দলটি, সে আলোচনা আছে। এর পাশাপাশি নির্বাচক কমিটির দিকেও সে সমালোচনার তির ছুটছে। শাদাব খানের ফর্ম না থাকার পরও দলের সঙ্গে থাকা বিশেষজ্ঞ লেগ স্পিনার আবরার আহমেদকে কেন খেলানো হলো না, প্রশ্ন আছে সেটি নিয়ে।
এখনকার নির্বাচক কমিটিতে আছেন সাতজন। খাতা-কলমে কেউ প্রধান না হলেও ওয়াহাবের প্রভাব সবচেয়ে বেশি বলেই ধরে নেওয়া হয়। বিশ্বকাপে দলের সিনিয়র ম্যানেজারও ছিলেন সাবেক এ পেসার। অবশ্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পিসিবি সময় পাবে। আগামী নভেম্বরে আগে সীমিত ওভারের কোনো সিরিজ নেই পাকিস্তানের। সে মাসে অস্ট্রেলিয়া সফরে ৩টি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলার কথা দলটির। এর আগে আগামী মাসে বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরবে পাকিস্তান দল।

খেলতে খেলতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়া

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনে চলছিল জাতীয় দাবা প্রতিযোগিতার ১২তম রাউন্ডের খেলা। আজ গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমান খেলছিলেন আরেক গ্র্যান্ডমাস্টার এনামুল হোসেন রাজীবের বিপক্ষে। বেলা ৩টায় শুরু হওয়া ম্যাচটিতে খেলতে খেলতেই ৫টা ৫২ মিনিটে লুটিয়ে পড়েন জিয়াউর। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর মারা যান তিনি। জিয়া লুটিয়ে পড়লে তাঁর প্রতিপক্ষসহ আরও অনেকেই এগিয়ে এসে তাঁকে তুলে ধরেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে শাহবাগের ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দাবা ফেডারেশন থেকে হাসপাতালে পৌঁছাতে ৯ মিনিট সময় লাগে। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকেরা দ্রুতই তাঁর চিকিৎসা শুরু করেন।
দাবা ফেডারেশনের ঘনিষ্ঠ কয়েকটি সূত্র জানিয়েছে, প্রায় ১৫ মিনিট পর্যন্ত চিকিৎসকেরা তাঁর পালস খুঁজে পাননি। পরে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই মারা গেছেন জিয়া। ১৯৭৪ সালের ১ মে জন্ম নেওয়া এই গ্র্যান্ডমাস্টারের মৃত্যুসনদ চিকিৎসকেরা দিয়েছেন ৭টা ২০ মিনিটের দিকে। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৫০ বছর। হাসপাতালে পৌঁছানোর পরই জিয়ার স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়েন। চিকিৎসকদের কাছ থেকে মৃত্যুসনদ পাওয়ার পর কান্নার সেই বেগ আরও বাড়ে। কারও সান্ত্বনাই থামাতে পারছিল না তাঁর সেই কান্না। শুধু জিয়ার স্ত্রীই নন, এ সময় কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর সহখেলোয়াড়দের অনেকেই। জিয়ার অকালমৃত্যুতে দাবাসহ বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

ডি ককের নিয়ে ‘ক্ষীণ’ আশা দক্ষিণ আফ্রিকার

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলা চালিয়ে যাবেন কি না, সে ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো কিছু জানাননি কুইন্টন ডি কক। তবে এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান এ সংস্করণে খেলা চালিয়ে যাবেন, এমন আশা দক্ষিণ আফ্রিকার।
২০২১ সালে টেস্ট এবং গত বছরের বিশ্বকাপ দিয়ে ওয়ানডেকে বিদায় বলেন ডি কক। এবারের বিশ্বকাপ দিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিও ছেড়ে দেবেন, ভাবা হচ্ছিল এমন। তবে এখন পর্যন্ত সে ঘোষণা দেননি সামনের ডিসেম্বরে ৩২ পূর্ণ করতে চলা ডি কক।
অবশ্য তাঁর খেলা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ‘ক্ষীণ’ আশা দেখছেন দক্ষিণ আফ্রিকার সীমিত ওভারের কোচ রব ওয়াল্টার। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতের কাছে ৭ রানে হারের পর দেশে ফিরে ওয়াল্টার বলেন, ‘কুইনির (ডি কক) ব্যাপারটি বোঝা দায়। সে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় বলেনি। তবে দূরে আমাদের জন্য ক্ষীণ আশা আছে।’
সাতবার সেমিফাইনালে আটকে যাওয়ার পর এবারই প্রথম কোনো বিশ্বকাপের ফাইনালে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ব্রিজটাউনে ফাইনাল ম্যাচটিও জেতার পথেই ছিল তারা, তবে শেষ ৩০ বলে ৩০ রানের সমীকরণ মেলাতে পারেনি দলটি। আরও অনেকের মতো ডি ককেরও যে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে, ওয়াল্টার বলেছেন সেটি, ‘কুইনি বেশ উঁচু একটা মান ধরে রাখে এবং অনেক দিন ধরে একটা বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দেখে এসেছে। অনেকগুলো ইনিংস খেলেছে, শুধু ফাইনালেরটিই নয়। দেখে থাকবেন, সে বেশ আবেগপ্রবণ ছিল। আমরা আবার তাকে দেখব কি না, সময়ই বলবে।’
দক্ষিণ আফ্রিকার পরের টি-টোয়েন্টি সিরিজ আগামী মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। তবে সেখানে ডি কককে না দেখা গেলেই যে তাঁর শেষ ধরে নিতে হবে, ব্যাপারটি এমন নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার কেন্দ্রীয় চুক্তিতে তিনি এমনিতেও নেই। আর টুর্নামেন্টের আগে এমন চুক্তির বাইরে থাকা খেলোয়াড়দের দলে নেওয়ার ব্যাপারেও দক্ষিণ আফ্রিকা এখন আগের চেয়ে বেশ নমনীয়।
ফলে ২০২৬ সালে পরের বিশ্বকাপ পর্যন্ত টি-টোয়েন্টি লিগগুলোতে খেলা চালিয়ে গেলে ডি কককে পাওয়ার আশা করতেই পারে দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে এ প্রসঙ্গে ডি ককের সঙ্গে কোনো কথা হয়নি ওয়াল্টারের, ‘আমার তার সঙ্গে কোনো আলোচনাই হয়নি। ফাইনালের পর এমন কথা বলার উপযুক্ত সময়ও ছিল না। ফলে এ ব্যাপারে আপনাদের (সাংবাদিকদের) মতো আমিও পরিষ্কার কিছু জানি না।’
২০২৭ সালে পরবর্তী ওয়ানডে বিশ্বকাপটি দক্ষিণ আফ্রিকার নিজেদের মাটিতে। সেটিকে সামনে রেখে এ সংস্করণে অবসর ভেঙে ডি কক ফিরবেন কি না, সে আলোচনাও আছে। সেটি করতে গেলে আগামী বছর চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে তাঁর খেলা গুরুত্বপূর্ণ।
দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় দল এখন পর্যন্ত একটি ট্রফিই জিতেছে, সেটি এসেছিল ১৯৯৮ সালে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির প্রথম আসরেই।
এ টুর্নামেন্ট প্রসঙ্গে ওয়াল্টার বলেন, ‘আমার মনে হয়, লোকে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি কতটা কঠিন, সেটি খাটো করে দেখে। আমার কাছে অন্য টুর্নামেন্টগুলোর মতোই কঠিন এটি। আশা করি, দল হিসেবে আমরা সমৃদ্ধ হতে থাকব এবং এমন একটা অবস্থানে থাকব, যেখান থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়তে পারি। গত বছর ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের পর আমি বলেছিলাম, আমার বিশ্বাস, (ওই) সেমিফাইনাল আমাদের প্রথম (দ্বিতীয়) বৈশ্বিক ট্রফি জয়ের প্রভাবক হবে। আমার ওই কথা বদলায়নি। এখন আমাদের বিশ্বাস বরং আরও দৃঢ় হয়েছে।’

কোপা আমেরিকা

টাইব্রেকার শট মিস নিয়ে যা বললেন মেসি

আপনজন ডেস্ক: এমিলিয়ানো মার্তিনেজ ওভাবে প্রাচীর হয়ে না দাঁড়ালে এখন হয়তো আক্ষেপেই পুড়তে হতো লিওনেল মেসিকে। ১-১ গোলে সমতার ম্যাচে টাইব্রেকারে প্রথম শট নিতে গিয়ে গড়বড় করে ফেলেছিলেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। পোস্টের মাঝামাঝি ‘পানেনকা’ শট নিতে গিয়ে বল মেরে বসেন ক্রসবারে। যে শটে মেসি গোল মিস করেছেন, সে ধরনের শট তাঁকে সাধারণত নিতে দেখা যায় না।
ম্যাচ শেষে টাইব্রেকারে মিস করা শট নিয়ে কথা বলেন মেসি। বলেছেন চোট থেকে ফেরা নিয়েও। হিউস্টনে এনআরজি স্টেডিয়ামে এই কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে আবার চোটে পড়ার ভয়ে ছিলেন মেসি। তবে সেমিফাইনালের আগে আর্জেন্টাইন সমর্থকদের আশাবাদের খবরই শুনিয়েছেন কিংবদন্তি।
গ্রুপ পর্বে চিলির বিপক্ষে ম্যাচে চোট পাওয়া মেসি পেরুর বিপক্ষে খেলেননি। তবে আজ কোয়ার্টার ফাইনালে ইকুয়েডরের বিপক্ষে ম্যাচের শুরু থেকেই ছিলেন। ৩৬ মিনিটে লিসান্দ্রো মার্তিনেজের গোলের উৎসও ছিলেন তিনি। যদিও ম্যাচের বাকি সময়ে খুব একটা নিজের মান অনুযায়ী খেলতে পারেননি আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। পুরো নব্বই মিনিটে মেসির বলে স্পর্শ ছিল মাত্র ২৭ বার, গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজের চেয়ে একবার বেশি।

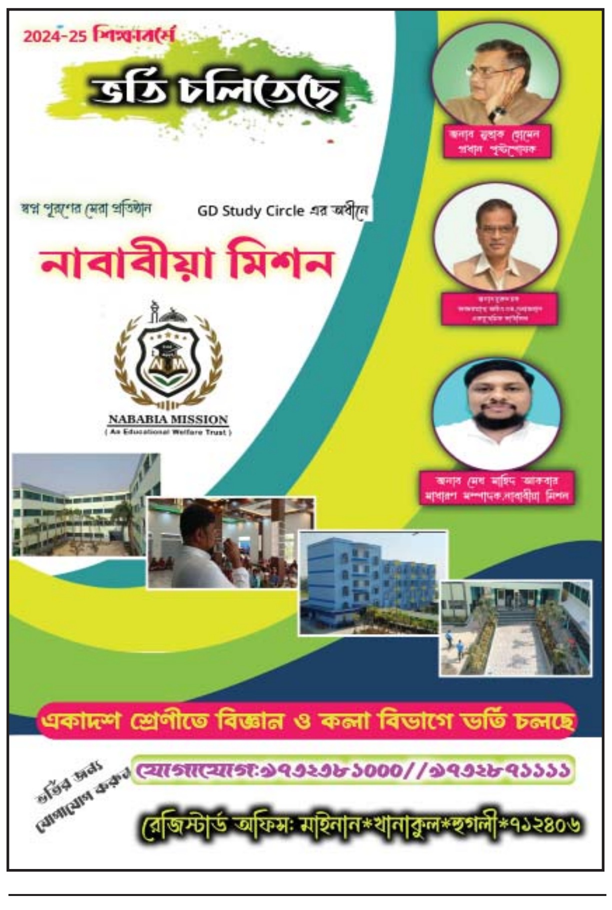

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**